উন্নয়নে নারী ও পিকে-এস-এফ

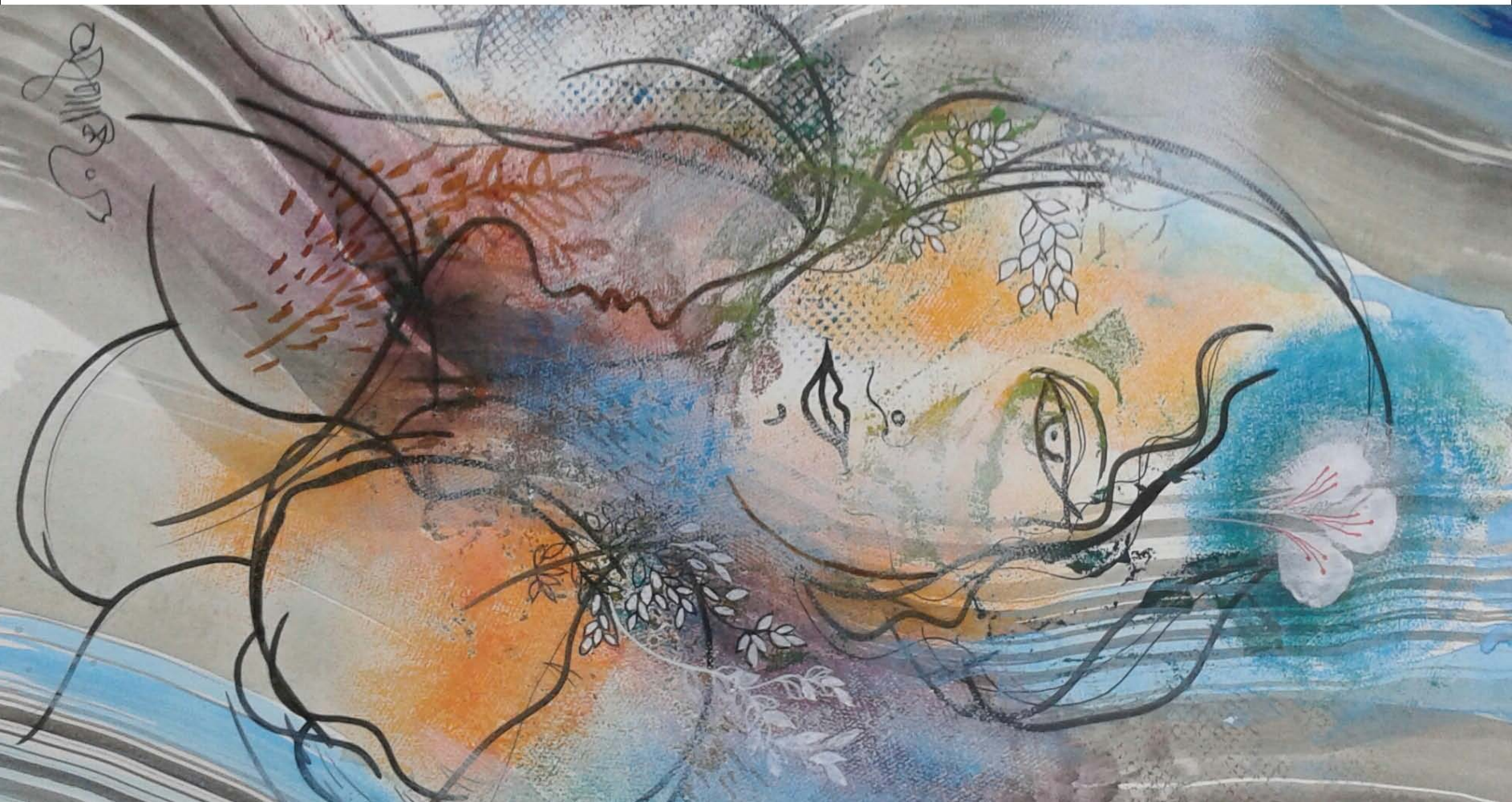

উন্নয়নে নারী ও পিকে-এস-এফ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

উন্নয়নে নারী ও পিকেএসএফ

প্রকাশকাল
জুন ২০১৬

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেশক
জনাব মোঃ আবদুল করিম
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সদস্য
মাসুম আল জাকী
শারমিন মৃধা

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
অশোক কর্মকার

প্রকাশক

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন
প্লট-ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
টেলিফোন : ৯১৪০০৫৬-৫৯, ৯১২৬২৪০-৪২
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল : pksf@pksf-bd.org
ওয়েবসাইট : www.pksf-bd.org

মুদ্রক
interLink
৫১,৫১/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা- ১০০০

সূচি

মুখবন্ধ ০৫

সম্পাদকের কথা ০৭

সেমিনারের কার্যবিবরণী ০৯

সেমিনারে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধের সার-সংক্ষেপ ১৩

মুক্ত আলোচনা ১৮

সভাপতির বক্তব্য ২৭

ক্রোড়পত্র ৩১

Keynote Paper
Status of Women in Bangladesh from the Universal Human Rights Perspectives ৩৩

সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের তালিকা ৫৪

মুখবন্ধ

জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে বিশ্বব্যাপী পালন করা হয়। সর্বস্তরের নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে আলোচনা ও অঙ্গীকার ব্যক্ত করা এই দিনটির উদ্দেশ্য হওয়ার কথা, যাতে পরবর্তী সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকাণ্ডে এই দিনের তাৎপর্যের প্রতিফলন ঘটে। বাস্তবে দেখা যায়, এদিনই যেন একমাত্র দিন, অন্যদিনগুলোতে এর যেন কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। অর্থাৎ পরবর্তী কাজকর্মে এর তেমন প্রতিফলন লক্ষ করা যায় না। এটি গ্রহণযোগ্য নয়। নারী দিবসে যেসব বিষয় নিয়ে প্রতি বছর আলাপ-আলোচনা করা হয়, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে এবং সে সকল নীতি-আইন আছে সেগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না, তার প্রতি নজর দেয়ার জন্য বছরের অন্য ৩৬৪ দিন সকলের সজাগ থাকা উচিত।

প্রতি বছরে নারী দিবসে অবশ্যই দেশের বিভিন্ন এলাকায় অথবা সামাজিক অবস্থানগত দিক থেকে নারীরা কেমন আছেন, তেমন সাধারণ প্রতিবেদন ও পরিসংখ্যান নিয়ে দেশে তর্কবিতর্ক করা হয়। প্রত্যেক বছরই বিগত এক বছরে নারীর কল্যাণ বা অগ্রযাত্রায় কি কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার নিয়মিত হিসেব-নিকেশ করার কাজটি খুব জরুরি। বৃহত্তর ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে নারীর অবস্থানকে চিহ্নিত করার মধ্যে যুক্তিসঙ্গতভাবে নারী ও পুরুষের বৈষম্যের কথাটার ওপর জোর দেয়া যায়, কিন্তু বহু শতাব্দীর এমন বাস্তবতার ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য এ যাবৎ কি কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তার বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন নারী উন্নয়নে এবং নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে করণীয় নির্ধারণে সাহায্য করতে পারে। পদক্ষেপসমূহ অবশ্যই বাস্তবতার বিচারে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী অথবা দীর্ঘমেয়াদী হতে হবে।

বাংলাদেশে একটি নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে একটি সরকারি কর্ম-পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছে। এ দেশের দীর্ঘ আমলাতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই কাজটুকু সমাধা করতেও অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নারী, সংসদের স্পীকার বা অধ্যক্ষও নারী, বিরোধী দলীয় নেতা নারী, অথবা নারীরা এখন উপাচার্য হচ্ছেন, উচ্চ আদালতের বিচারক হচ্ছেন, সশস্ত্র বাহিনীতেও যোগ দিচ্ছেন, এমন সব আত্মতুষ্টিমূলক কথায় বিভোর না থেকে নারী সমাজের, বিশেষ করে অধিকারবঞ্চিত নারীদের অবস্থার উন্নতির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে তাকাতে হবে এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেইদিকে এগিয়ে যেতে হবে।

যেমন যে ভিশন বা রূপকল্প ২০২১-এর কথা অহরহ বলা হয়, সেই সময়ে (যা এখন থেকে আর বেশি দূরে নয়) নারীকে সমাজে, অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে বা অন্যান্য ক্ষেত্রের নেতৃত্বে কোন অবস্থানে দেখতে চাই তা নির্ধারণ করে ওই চাওয়াগুলো পূরণ করতে আমাদের অপূর্ণ কাজের তালিকা যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন নারীবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণে সার্বিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নারীদের কিছুটা সহায়তা প্রদান করে তাদের শুধু উন্নয়নের অংশীদার করে তোলার মধ্যে আমাদের লক্ষ্যকে সীমিত করতে চাই না। আমরা দেখতে চাই যে, নারী আর্থ-সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার প্রত্যাশা ও ভাবনাকে ক্ষুরধার করতে এবং বাস্তবসম্মতভাবে তা কার্যকর করে তোলার জন্য নারীর সহযোগী হতে চায় পিকেএসএফ।

আমরা কারো জন্য কাজ করি না, আমরা একসঙ্গে কাজ করি। যেহেতু সমাজের লিঙ্গ বৈষম্য একটা জগদ্দল পাথরের মত পথ রোধ করে আছে, আমরা নারী ও পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে একত্রে সেই পাথরটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাই।

পিকেএসএফ-এর সকল কর্মসূচি ও প্রকল্পে নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকি। নিকট অতীতে আমরা যে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি, তার মধ্য দিয়ে নারীর অবস্থান ও অবদান সুচিহ্নিত করার একটা সুদৃঢ় প্রয়াস আছে। এই কর্মসূচির সম্প্রসারণ হিসেবে যে সমৃদ্ধ বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ইউনিয়নসমূহে চলমান রয়েছে, সেখানে নারীই বলতে গেলে কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার কর্মোদ্যোগের মধ্যে নারী নিজেই বুঝতে পারেন যে, সংসার এবং সমাজের এগিয়ে যাবার পথে তারও একটা কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। পিকেএসএফ-এর অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমেও সংশ্লিষ্ট নারীদের অবস্থান সুসংহত হয়ে উঠছে।

একই সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই, আমাদের কর্মসূচিতে বর্তমানে নারীর এমন অন্তর্ভুক্তিকেই আমরা আদর্শ বলে বিবেচনা করতে চাই না। আমরা জানি, আমাদের সামনে আরো অনেকটা পথ রয়েছে এবং তা পরিক্রমার জন্য অনেক বাধা-বিপত্তিও আসবে, কিন্তু সেই লক্ষ্যে আস্থা রাখতে চাই এবং কাজ করে যেতে চাই। নারী-পুরুষের সাম্য-ভিত্তিক ন্যায্য সম্পর্কের আলোকে সম্মিলিত অভিযাত্রার শক্তি অপরিসীম যা দেশকে অভাবনীয় উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
চেয়ারম্যান
পিকেএসএফ

সম্পাদকের কথা

নারীকে আমরা প্রায়শই 'মায়ের জাতি' বলে উল্লেখ করে থাকি। যখন একথা আন্তরিক-ভাবে বলি বা বিশ্বাস করি, তার মধ্যে নিশ্চয়ই এক ধরনের শ্রদ্ধা মিশ্রিত থাকে। বোধ হয়, তখন আমরা ভুলে যাই, যাঁকে আমি 'মা' নামে এমন ভক্তির সঙ্গে চিহ্নিত করছি, তার এমন পরিচয়ও আছে যে, তিনি কারো স্ত্রী, কারো কন্যা, কারো সহোদরা, কারো পুত্রবধূ, কারো বা ভ্রাতৃবধূ। তিনিই কর্মক্ষেত্রে কোন পুরুষ আধিকারিকের অধঃস্তন কর্মকর্তা, এমনকি গণপরিবহণের যাত্রী কিংবা কোন বিপণন কেন্দ্রের ক্রেতা। এমনতর আরো অনেক ভূমিকা পালন করতে হয় নারীকে; শুধু নারীকেই নয়, পুরুষদের ক্ষেত্রেও আবশ্যিকভাবে এমন কথা প্রযোজ্য। তবুও... সেই ভূমিকা যখন নারীর এবং আমাদের সমাজে এবং এমনকি পাশ্চাত্যের সমাজেও, তখন একটা তাৎপর্যপূর্ণ তারতম্য থেকে যায়, আর এই তারতম্যই হল বিভিন্ন স্থানে, অবস্থানে নর-নারীর বৈষম্য।

এই বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিমতী নারী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন শতাধিক বছর আগে নারীর যে শোচনীয় অবস্থার কথা বলেছিলেন, পরিসংখ্যানের বিচারে তা থেকে বাঙালি সমাজ অনেকটা এগিয়ে এলেও, প্রধানত পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গির বড় ধরনের মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে, এমন কথা হলফ করে বলতে পারব না। রোকেয়া বলেছিলেন, 'আমরা জজ হইব, ব্যারিস্টার হইব', অমন নারী জজ বা ব্যারিস্টারের দেখা পেতে হয়ত ইদানিংকালে আমাদের কষ্ট পেতে হয় না। কিন্তু একই সঙ্গে যদি শুধু দৈনিক পত্রিকায় নারীর প্রতি যত সব সহিংসতার সংবাদ পরিবেশিত হয় প্রতিদিন, বলতে গেলে প্রায় দেশের সকল প্রান্তরে, গৃহকোণে, কর্মক্ষেত্রে, নববর্ষের আনন্দ উৎসবে, সড়কপথ ও জলপথের পরিবহণে, সেকথা যদি উল্লেখ করতে চাই, তা হলে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে নারী যে কর্মক্ষেত্রে বা সমাজ জীবনে তার অবস্থান আদায় করে নিয়েছেন, সেই সত্যটার আলো কেমন যেন মেঘের আড়ালে আবছায়া হয়ে যায়।

শুধু যদি টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনের দিকে তাকাই, তাহলে দেখব বাড়ির কাপড় কাচার কাজটার জন্য নির্দিষ্ট আছেন কোন মা বা স্ত্রী বা সহোদরা অথবা কাজের বুয়া। ধারণার এই বৃত্ত থেকে আমাদের দৃষ্টিপথের মুক্তি নেই। রান্না করবেন অবশ্যই নারী, সে বিজ্ঞাপন কোন গুঁড়া মশলা, বা কোন জ্বালানী গ্যাস অথবা বাসন-কোসনের হোক না কেন যেসব বিজ্ঞাপনে পুরুষরাই প্রধান হবার যোগ্য, যেমন শেভিং ফোম বা লোশন বা রেজর, সেখানেও পুরুষ আবশ্যিকভাবেই নারীকে আকৃষ্ট করার জন্য ওইসব সামগ্রী ব্যবহার করে থাকেন। মেয়েদের প্রসাধনী দ্রব্য এবং বিশেষত চুলের যত্নের যত তেল বা শ্যাম্পু, সেও পুরুষকে তুষ্ট করার জন্য।

মনে পড়ে, বেশ কয়েক বছর আগে একটা বিজ্ঞাপন বহুল প্রচারিত ছিল। এক সদয় পুত্র মায়ের মশলা বাটার কাজের কষ্ট লাঘব করার জন্য শহর থেকে মায়ের জন্য বিখ্যাত 'রাঁধুনী' ব্র্যান্ডের গুঁড়ো মশলা কিনে এনেছিলেন। সেটা পেয়ে স্নেহময়ী মাতা নিশ্চয়ই খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু তিনিই নারী হয়ে ততোধিক খুশি হবার জন্য পুত্রের

কাছে আবদার করছেন এই বলে যে, এবার সত্যিকারের একটা রাঁধুনী নিয়ে আয় বাবা। এমন চাওয়া হয়তবা আমাদের চিরায়ত গ্রামীণ পটভূমির নারীদের কাছে অথবা অনেক নাগরিক মায়ের কাছেও খুবই স্বাভাবিক, আন্তরিক ও মাতৃসুলভ মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা যারা শহরের মহাসড়ক ছাড়াও গ্রামের অলিগলি পরিক্রমা করে জেন্ডার বৈষম্যের শেকড়টা বার করতে চাই, তাদের কাছে এই বিজ্ঞাপন খুবই অশোভন, অরুচিকর ও রক্ষণশীল মনে হয়েছিল। স্ত্রী স্বামীর ঘরে এসে রান্না করবেন, এর মধ্যে অবশ্যই অযৌক্তিক কিছু নেই। কিন্তু সেই 'তাকে' শুধু রাঁধুনী বলে অভ্যর্থনার মধ্যে আমাদের সমাজের পুরুষতান্ত্রিক জেন্ডার বৈষম্যের গ্রাহ্যতাকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। আরো দুঃখের কথা হল, টেলিভিশনে এই বিজ্ঞাপন প্রচারের পর তার সমালোচনা করে সংবাদপত্রে লেখালেখি প্রকাশিত হবার পরও ওই বিজ্ঞাপন প্রচারে কোন রাশ টানা হয়নি। এমন একটা ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা এই সমাজে আছে বলেই এবং এই বৈষম্যের মধ্যে যে অনুদারতা, অমানবিকতা এবং অসম্মান আছে, প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সেকথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন থেকে বিভিন্ন কর্মসূচির আওতাধীন প্রয়োজনভিত্তিক আর্থিক সহায়তা দান বা আয়বর্ধনমূলক কর্মপ্রয়াস অথবা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার অতিরিক্ত যে সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তার মধ্যে আছে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারী উত্যক্তকরণের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ, কন্যাশিশুর শিক্ষার নিশ্চিতকরণ এবং যৌতুক দানের রীতির প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি। এই সংস্থা যে এমন এক সামাজিক আন্দোলনে তাদের সহযোগী সংগঠন ও বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের সম্পৃক্ত করতে চাইছে, তার কারণ অনুসন্ধান করলেও বোঝা যাবে যে, সরকারের নানা রকমের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন চলমান থাকা সত্ত্বেও আমাদের সমাজের অধিকাংশ নারীই অধিকারবঞ্চিত ও সুবিধাবঞ্চিত।

নারীদের যথাযথ মর্যাদা দান এবং তাদের ন্যায্য অধিকার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হল, সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব। জাতীয় সংসদে নারী আসন সংরক্ষণ যে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে না, এমন কথা এখন বিতর্কাতীত। স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কতিপয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতৃত্বপ্রদায়িনী নারী যে তেজোদীপ্ত ভূমিকা পালন করেছেন, তা স্বীকার করেও একথা বলতে হবে যে, সেসব শুধুই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। সমাজসংস্থায় নারীর অবদানকে যথাযথভাবে স্বীকার করার মাধ্যমেই তাদের অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। তার সূচনা হয়ত হয়েছে প্রান্তিকভাবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সূচনা-পর্বই যেন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠছে।

শফি আহমেদ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন আয়োজিত

সেমিনারের কার্যবিবরণী

সর্বজনীন মানবাধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের নারীর অবস্থান এবং আমাদের করণীয় শীর্ষক একটি সেমিনার বিগত ৪ মে ২০১৫ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এ অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত নারী

সদস্যবৃন্দ, সহযোগী সংস্থাসমূহের নারী নির্বাহী প্রধানবৃন্দ এবং ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ, পিকেএসএফ-এর সভাপতি মহোদয়, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও পিকেএসএফ-এর সকল নারী কর্মকর্তাবৃন্দ এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পিকেএসএফ-এর সভাপতি মহোদয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সেমিনার অধিবেশনে সবাইকে স্বাগত জানান। পিকেএসএফ-এর নানাবিধ কাজের ব্যস্ততার কারণে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনে এবার কিছুটা বিলম্ব হওয়ার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। কিন্তু বিলম্বে হলেও যেকোন ভাল উদ্যোগকে সফল করার জন্য সকলকে আহবান জানান এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকল অংশগ্রহণকারীকে ধন্যবাদ জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সালমা আক্তারকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে তিনি অনুষ্ঠান শুরু করেন।

স্বাগত বক্তব্য

জনাব মোঃ আবদুল করিম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক উপস্থিত বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ ও নির্বাহী পরিচালক এবং প্রবন্ধ উপস্থাপক অধ্যাপক সালমা আক্তারকে এই অনুষ্ঠানে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, হাঁটিহাঁটি পা পা করে বাংলাদেশ নারী উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নে অনেক অগ্রগতি সাধন করেছে।

বাংলাদেশ CEDAW সনদেও স্বাক্ষর করেছে, যদিও দু'টি ধারার প্রতি আমরা সমর্থন দান করতে পারিনি। পৃথিবীর অনেক দেশ এখনও CEDAW সনদে স্বাক্ষর করতে পারেনি। বাংলাদেশ CEDAW সনদে স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ একটি দেশ। ইসলামিক আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে অনুমিত হওয়ায় এমন সম্ভাব্য ব্যাখ্যার কথা চিন্তা করে দু'টি ধারা সংরক্ষিত করে বাংলাদেশ এতে স্বাক্ষর করে। তিনি বলেন, Millennium Development Goals (MDGS)-এর তিন ও চার নম্বর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। এছাড়াও সংবিধানের ২৭ ও ২৯ (২) ধারাতেও নারীদের জন্য সমঅধিকার সংরক্ষিত করা হয়েছে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন যে, পিকেএসএফ-এর ঋণগ্রহীতাদের শতকরা ৯০ ভাগই মহিলা। বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ বাহিনীতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ছে, এমনকি বিমানের পাইলটও হচ্ছেন মহিলারা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন জাতিসংঘে মহিলা পুলিশ বাহিনী পাঠানোর অনুরোধ করেন এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ সুদানসহ ও অন্যান্য উপদ্রুত এলাকায় নারী পুলিশ সদস্য ও সেনা সদস্য প্রেরণ করা হয়, যারা সুনামের সাথে কাজ করছেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নারী হওয়ার কারণে ১৯৯১ সাল থেকে অনেকগুলো নারীবান্ধব নীতিমালা গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে ১ কোটি ৫ লক্ষ নারী কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন, শতকরা ৬০ শতাংশ নারী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। কিছু কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হাই স্কুলে ছেলে শিক্ষার্থীর তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা তহবিল আইন প্রণয়নে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এ ধরনের অনন্য দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অনেক দেশেই নাই। এ আইনের মাধ্যমে নারী শিক্ষার্থীরা স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ালেখা করতে পারছে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বলেন, তিনি ২০০৮ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্বে থাকাকালীন তাঁর উদ্যোগেই ঢাকার তেজগাঁওয়ে মহিলা কয়েদিদের জন্য Victim Support Centre খোলা হয়েছে। মহিলা কয়েদিদের সাথে পুলিশের আচরণের বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে পিকেএসএফ-এ মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস করা হয়েছে। এছাড়াও একজন পিতা যাতে নবজাতকের এবং প্রসূতি মায়ের সেবা করতে পারে সেজন্য ৭ দিন পিতৃত্বকালীন ছুটির বিধান পিকেএসএফ-এর বর্তমান সভাপতি যোগদানের পর চালু করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, নারী উন্নয়নের মুদ্রার এক পিঠে এত সফলতা থাকলেও অপর পিঠে ব্যর্থতাও রয়েছে। উদ্বেগজনক সংখ্যক নারী কিশোরী ও কন্যাশিশু বিভিন্নভাবে ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়নের শিকার হন। এক্ষেত্রে বিশ্বের ১৯০টি দেশের মধ্যে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম। ১৮ বছরের নিচে বিয়ে হয় অর্থাৎ বাল্যবিবাহের হার ৭৪%, যা আমাদের জন্য লজ্জাকর। সম্পত্তিতে নারীর অধিকার এখনো সংকীর্ণ। পিতামহের পূর্বে পিতা মারা গেলে নারীরা সম্পত্তির ভাগ পান না। মজুরি বৈষম্যও রয়েছে। বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানো, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী দেখাশোনা করাসহ সংসারে সকল কাজ করেও একজন নারী নিজেকে কর্মহীন মনে করে। কারণ তারা যে কাজগুলো করে থাকেন তার কোন আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নাই। কর্মজীবী মহিলাদের কর্মস্থলে নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদিসহ অহরহ নারীদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে নানা ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে। এক্ষেত্রে অনেক আইন থাকলেও তার প্রয়োগ নেই। এ বিষয়ে আমাদের সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। তিনি বলেন, একটি মেয়ের বিয়ের পর তার স্বামী তাকে তার নিজের সম্পত্তি এবং ক্রীতদাস মনে করে। একটি মেয়ে শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত হোক, তাকে স্বামীর ইচ্ছামতো কাজ করতে হয়।

পিকেএসএফ এখন পর্যন্ত যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে নারীর ক্ষমতায়নে তা বিশেষ অবদান রেখেছে। আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড যেমনঃ বাসক চাষ, কেঁচো সার, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন ইত্যাদিতে নারীর অংশগ্রহণ যুক্তিসঙ্গতভাবে নিশ্চিত করতে হবে। পিকেএসএফ আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। আয়বর্ধনমূলক কাজের মাধ্যমে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হচ্ছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে পিকেএসএফ নারী উন্নয়ন ও তাদের ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই সেমিনারের বিষয় অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং পরবর্তী সময়ে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য যে নির্দেশনা এবং আহবান পিকেএসএফ-এর কাছে আসবে, আনন্দচিত্তে সে পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী এই সংস্থার জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সভাপতি মহোদয় ব্যবস্থাপনা পরিচালককে তাঁর বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সালমা আক্তারকে তাঁর প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য আহবান জানান।

অধ্যাপক সালমা আক্তার

সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন

প্রবন্ধের বিষয়:

সর্বজনীন মানবাধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের নারীর অবস্থান এবং আমাদের করণীয়

তিনি তাঁর প্রবন্ধে নারীদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের তথ্য তুলে ধরেন। নারী উন্নয়নের ক্রমবিকাশ, লিঙ্গ বৈষম্য, নারী স্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে সরকারি ক্ষমতায় নারীর অংশগ্রহণের বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ CEDAW স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। এ দেশের সংবিধানে পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার দেয়া হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, Vision 2021, জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা এবং জাতীয় কর্ম পরিকল্পনায় নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ লিঙ্গ সমতায় অগ্রসর একটি দেশ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এখন শতকরা ১০০ ভাগ। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর প্রতিনিধিত্ব অনেক বেড়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রধান অন্তরায় হলো বাল্যবিবাহ, যৌতুক এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা।

সেমিনারে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধের সার-সংক্ষেপ

সর্বজনীন মানবাধিকার প্রেক্ষিত এবং বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান

সর্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হচ্ছে লিঙ্গনিরপেক্ষ সমাজ যেখানে নারী ও পুরুষ অভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ভোগ করবে। নারীদের নিরাপত্তা শুধুমাত্র তখনই নিশ্চিত করা যাবে যখন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষ, সহিংসতা, শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত সমাজে বাস করতে পারবে। যে কোন ধরনের বৈষম্য যা মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তায় হস্তক্ষেপ করে, তা-ই মানুষের নিরাপত্তার জন্য হুমকি (ইউএনডিপি, ১৯৯১)। জাতিসংঘ ১৯৭৫ সাল থেকে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন শুরু করেছে। দুই বছর পর ১৯৭৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বছরের যেকোনো দিন নারী অধিকার এবং আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৫ সালের ৮ মার্চ সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এ বছর নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়: **নারীর ক্ষমতায়ন এবং মানবতার উন্নয়ন- এটি করে দেখাও।**

লিঙ্গবৈষম্য এবং নারীর প্রতি সহিংসতা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখনও শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার এবং সম্পদ ভোগের অধিকারের ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য বিদ্যমান আছে। প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষরের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশই হলো নারী। মাত্র ৩৪ শতাংশ নারী মাধ্যমিক স্কুল পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পারে (ডুফলো ২০১২)। ভূমি এবং অন্যান্য সম্পদের ওপর নারীর নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। যদিও নারীরা পুরুষদের তুলনায় বেশি সময় কাজ করে কিন্তু তাদের কম মজুরি দেয়া হয়। প্রতিটি দেশে দরিদ্র মানুষের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা অনেক বেশি। ১০০ বছর আগে নিউজিল্যান্ডের নারীরা ভোটাধিকার পায়, কিন্তু এখনও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংসদ এবং মন্ত্রী পরিষদে নারীদের অবস্থান অনেক দুর্বল। উন্নত দেশগুলোতে ২৮ শতাংশ নারী সাংসদ, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে ২৩ শতাংশ, সাব-সাহারান আফ্রিকা অঞ্চলে ১৯ শতাংশ, মধ্য ও পূর্ব-ইউরোপে ১২ শতাংশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ায় এই হার মাত্র ৮ শতাংশ। যদিও রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে এখন বিভিন্ন দেশে কোটা সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে কিন্তু এই কোটা নিয়ে অনেক কথা রয়েছে। নারীদের জন্য কোটা করার পরও গত এক দশকে সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব ১১.৬% (১৯৯৫) থেকে বেড়ে মাত্র ১৮.৪% (২০০৮) হয়েছে (ইউএনআইএফইএম ২০০৮)।

নারীর প্রতি সহিংসতা নারীর মানবাধিকার সংক্রান্ত একটি বড় সমস্যা। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা হিসেবে নারীর প্রতি যে কোন ধরনের সহিংসতাকেই চিহ্নিত করেছে, যার ফলে নারীর শারীরিক, যৌন বা মানসিক ক্ষতি হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে কোন ধরনের বলপ্রয়োগ অথবা হুমকি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। নারীর প্রতি সহিংসতা সারা বিশ্বে এখন একটি প্রধান মানবাধিকার সমস্যা। শিক্ষায় সুযোগের অভাব এবং নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্ন সামাজিক মর্যাদা নারীর প্রতি সহিংসতার একটি বড় কারণ। এর মধ্যে পারিবারিক সহিংসতা এবং সঙ্গী দ্বারা নির্যাতন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এইসব সহিংসতা থেকে নারীর শারীরিক, মানসিক, যৌন ও প্রজনন এবং মাতৃস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (২০০৮) এক রিপোর্টে দেখা যায়, প্রতি পাঁচ জন নারীর মধ্যে একজন নারী শৈশবে কোন না কোনভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়, অন্যদিকে ৪% থেকে ১২% নারী গর্ভকালীন সময়ে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। স্বামী অথবা সঙ্গী দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয় ১৫% থেকে ৭১% নারী। এ ছাড়া প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ৫ হাজার নারীকে তাদের পরিবারের সদস্যরা হত্যা করে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি সত্ত্বেও, লিঙ্গবৈষম্যের দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো এখনও অনেক পিছিয়ে আছে যা কিনা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একটি বড় অন্তরায়। এমনকি নিজের বাড়িতেও আজকাল নারীরা নিরাপদ নয় (ফাইজুল, রাজগোপালন, ২০০৫)। তাছাড়া বাল্যবিবাহ এবং জোর করে বিয়ে দেয়ার প্রবণতাও দক্ষিণ এশিয়ায় অনেক বেশি। বিশ্বব্যাপী কন্যাশিশুর হারিয়ে যাবার ঘটনা এখনও ঘটছে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এই হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের সম্পর্কে বলেছেন, এসব মেয়ে শিশু কখনোই জন্ম নেয় না অথবা মারা যায়, কারণ তারা ছেলেদের মত সমান সুবিধা পায় না (অমর্ত্য সেন ১৯৯৯)। বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী সারা বিশ্বে বছরে ৬ মিলিয়ন নারী মারা যায়। এর মধ্যে ২৩% মেয়ে শিশু কখনোই জন্ম নেয় না (জন্মের আগেই মেয়ে বলে মেরে ফেলা হয়), ১০% মেয়েশিশু অনেক ছোটবেলায় বিভিন্ন কারণে হারিয়ে যায় বা পাচার হয়ে যায়, ২১% মারা যায় প্রজননকালীন সময়ে, আর ৩৮% মারা যায় ৬০ বছরের আগেই (ডুফলো ২০১২)।

বাংলাদেশে মেয়েদের অবস্থান

বাংলাদেশের সংবিধান জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীদের সমান অধিকার দিয়েছে (আর্টিকেল ২৮(১) এবং ২৮(৩)। বাংলাদেশ জাতিসংঘের নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা বন্ধের (CEDAW) সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ। বাংলাদেশ নারী অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এবং প্রতি বছর আমরা আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করি। নারীদের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ১৯৭৮ সালে নারীদের জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় স্থাপন করা হয়, তাছাড়া, ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন বোর্ড, ১৯৭৪ সালে নারী পুনর্বাসন কল্যাণ ফাউন্ডেশন, জাতীয় মহিলা সংস্থা গঠিত হয়েছে। সরকার এখন লিঙ্গ সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন করছে। জাতিসংঘের হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট অনুযায়ী ১৪৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৭। অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীর অংশগ্রহণের

অনুপাত ৮২.৫ এবং ৩৬ (বিডিএস ২০১০)। এসবের পাশাপাশি নারী উন্নয়নে বাংলাদেশের কিছু অগ্রগতিও রয়েছে। মেয়েশিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ১০০ ভাগ নিশ্চিত করা হয়েছে। মাতৃমৃত্যুর হার ১৯৯৫ সালে যা (প্রতি ১ লক্ষ জীবিত জন্মে) ছিল ৩৮০ জন, তা ২০১৩ সালে ২১০ এ নামিয়ে আনা হয়েছে। এই নয় বছরে মাতৃমৃত্যুর হার ৪০ শতাংশ কমেছে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে মেয়েদের অংশগ্রহণ ১২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২২ শতাংশ হয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচন একটি বড় অগ্রগতি। বর্তমানে বাংলাদেশের অকৃষি খাতে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ ২৫ শতাংশ যার মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে গার্মেন্টস কর্মী (ওয়াকার ২০১২)। বাংলাদেশ এখন ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে পরিচিতি পেতে চায়। আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদেরকে লিঙ্গসমতামূলক দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে।

বাংলাদেশের নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং ক্ষুদ্রঋণ

বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠান যেমন গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, পিকেএসএফ এবং আশা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তাদের এই ঋণ কার্যক্রমে গত কয়েক দশকে গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ঋণগ্রহীতা যদি নারী হয় তাহলে পরিবারের আয় এবং ক্রয় ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। এটি নারীর প্রতি পুরুষের সহিংসতা রোধের অন্যতম উপায়। কিছু প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র নারীদের ঋণ দিয়ে থাকে কারণ গবেষণায় দেখা গেছে যে, পুরুষের তুলনায় নারীদের ঋণ ফেরত দেয়ার হার অনেক বেশি। পিকেএসএফ ১৯৯০ সাল থেকে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে পিকেএসএফ অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের ওপর জোর দিয়েছে এবং সেই লক্ষ্যে মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি স্থানান্তর, ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট সহ অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের নারী উদ্যোক্তা

এটি খুবই খুশির কথা যে, বর্তমানে বাংলাদেশে নারীরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা হিসেবে এগিয়ে আসছে। আগে যেখানে ব্যবসা বাণিজ্যে পুরুষদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, তা দিনে দিনে কমতে শুরু করেছে। গ্রাম পর্যায় থেকে এখন নারীরা ছোট ছোট কুটির ও হস্তশিল্পের মাধ্যমে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে। সরকার এবং বিভিন্ন অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান নারীদের খুব অল্প সুদে ঋণ দিচ্ছে। সরকার নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা করার জন্য জাতীয় মহিলা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফোরাম প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক ক্ষুদ্র- ঋণের জন্য একটি আলাদা তহবিল সৃষ্টি করেছে যেখানে ১০ শতাংশ টাকা নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে নারীদেরকে ব্যবসা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। জাতীয় মহিলা পরিষদ ৬৪ জেলায় নতুন নতুন নারী উদ্যোক্তা

সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি নতুন প্রকল্প শুরু করেছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, আমাদের দেশের নারীরা অনেক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের একটা জায়গা করে নিতে পেরেছেন। কিন্তু এখনও বিভিন্ন কারণে বেশি সংখ্যক নারী এই খাতে আসতে পারছে না। এগুলোর মধ্যে রয়েছে নারীশিক্ষার নিম্ন হার, মূলধনের অভাব, পরিবারের অসহযোগিতা এবং অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ পাবার জটিল নিয়মকানুন।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের অবস্থান

বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহনের দিক থেকে এশিয়ার শীর্ষ তিনটি দেশের মধ্যে একটি (ইউএনডিপি ২০১০)। এছাড়া নারীদের সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহনেণর দিক থেকেও বাংলাদেশ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভাল অবস্থানে রয়েছে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে নারীদের জন্য সংসদে ১৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত ছিল যা ১৯৭৯ সালে করা হয় ৩০। ২০০৪ সালে এই সংখ্যা বাড়িয়ে ৪৫ করা হয় এবং ২০১১ সালে নারীদের জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষিত রেখে নতুন আইন করা হয়। কিন্তু এই সংরক্ষিত মহিলা আসন রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ কতটা নিশ্চিত করতে পারছে তা নিয়ে বিতর্ক আছে। এক গবেষণায় (খান ফাউন্ডেশন ২০১৩) দেখা গেছে যে, নবম সংসদ পর্যন্ত ২১৪ জন নারী সংরক্ষিত মহিলা কোটায় সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন, যাদের মধ্যে পরবর্তী কালে মাত্র ১৯ জন সরাসরি সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন এবং মাত্র ৫ জন জয়ী হয়েছেন। অন্যদিকে নবম সংসদ পর্যন্ত ৫৩ জন নারী সরাসরি নির্বাচনে অংশ নিয়ে সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। এখানে দেখা যাচ্ছে যে সংরক্ষিত মহিলা আসন নারী ক্ষমতায়নে নিশ্চিত করতে পারছে না। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য অনেকে সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনের পরামর্শ দিয়েছেন।

নারীর প্রতি সহিংসতা

শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করলেও, জাতিসংঘের লিঙ্গ বৈষম্য ইনডেক্স অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৬ (ইউএনডিপি ২০১৩-১৪)। নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রধান বাধাগুলো হলো বাল্যবিবাহ, যৌতুক এবং নারীর প্রতি সহিংসতা। আমাদের দেশের নারীরা মূলত শারীরিক, যৌন এবং মানসিক এই তিনভাবে সহিংসতার শিকার হয়। দেশের ৬০ ভাগ নারী তাদের জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এদের মধ্যে ৮৯ শতাংশ শহরের নারী এবং ৮৬ শতাংশ গ্রামের নারী একবারের বেশি সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এবং ৩৭ শতাংশ শহরের নারী এবং ৫০ শতাংশ গ্রামের নারী যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন (বিডিএইচএস ২০১১)।

এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের নারীরাও পারিবারিক সহিংসতার শিকার। আর এই সহিংসতার মূলে রয়েছে স্বামী এবং শাশুড়ি। আইসিডিডিআর,বি পরিচালিত দেশের ৩,৩৩০ জন নারীর ওপর করা একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে নির্যাতনের শিকার দুই-তৃতীয়াংশ নারী

কখনও তাদের নির্যাতনের কথা কাউকে বলেনি এবং একজনও এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইনানুগ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এর কারণ হিসেবে জানা গেছে যে, নির্যাতনের শিকার নারীরা এই নির্যাতনকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে মেনে নেন এবং তারা বিশ্বাস করেন যে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা অভিযোগ করলেও এই নির্যাতন কখনও বন্ধ হবে না। নারী নির্যাতনের আর একটি স্বরূপ হচ্ছে যৌতুক, যা কিনা এখনও অনেকে নির্যাতন হিসেবে গণ্য করে না। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে অনেক বেশি, ৭৪ শতাংশ (ভট্টাচার্য, ইউপিআরপি প্রজেক্ট, ইউএনডিপি, ২০১৫)। অথচ ২০০৯ সালে এই হার ছিল ৬৪ শতাংশ (ইউনিসেফ, ২০০৯)। এবং বাল্যবিবাহের হার শহর থেকে গ্রামে অনেক বেশি হয়ে থাকে কারণ বন্যা, খরা প্রভৃতি কারণে গ্রামের মানুষ অভাবের শিকার হয় এবং অভাবের তাড়নায় মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয় (আইসিডিডিআরবি, ২০১৩)। নারী নির্যাতন বন্ধে বাংলাদেশে অনেক আইন করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, যৌতুক বিরোধী আইন-১৯৮০, নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন ২০১০। এছাড়া শিশুর নাগরিকত্ব মায়ের পরিচয়ে এবং ইভ টিজিং বন্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা নারী নির্যাতন বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান মিশ্র। বাংলাদেশের নারীরা অর্থনৈতিকভাবে এখন আগের চেয়ে বেশি স্বাবলম্বী। নারীশিক্ষার হার বাড়ছে, যৌতুক এবং ইভটিজিং এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন শুরু হয়েছে, অন্যদিকে রাজনৈতিকভাবেও নারীদের অবস্থান দিনে দিনে শক্ত হচ্ছে। এখন সময় এসেছে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে জোরালো পদক্ষেপ নেয়ার।

[এই সারসংক্ষেপে প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ইতিহাস এবং জাতিসংঘ অন্যান্য সংস্থাসমূহের আয়োজনে বিভিন্ন সম্মেলনের তথ্য কলেবরগত কারণ উল্লেখ করা হয়নি।]

মুক্ত আলোচনা

জনাব ইকবাল আহম্মেদ

নির্বাহী পরিচালক
পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

বক্তব্যের শুরুতেই তিনি নারী উন্নয়নের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সেমিনার আয়োজনের জন্য পিকেএসএফ-কে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, নারীরা অনেক ক্ষেত্রেই অরক্ষিত। তাই নারীদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সূচকসমূহ নির্ধারিত থাকলে এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ বা কৌশল প্রণয়নে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে মানবাধিকারের বিষয়টি অবহেলিত। নারীকে মানুষ হিসেবে দেখা হয় না বলেই বৈষম্যের সৃষ্টি হয় যা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক, যাতে সে নিজে অর্থ ব্যবহারের পাশাপাশি সিদ্ধান্ত নিতে পারে। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, পিকেএসএফ-এর সাথে সাথে সহযোগী সংস্থাদের মধ্যে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। চার বছর আগেও পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহ নারীদের নিয়ে ঠিক আজকের মতো করে চিন্তা-ভাবনা করত না। এখন নারীরা অনেক দূর এগিয়েছে এবং এর সুফল পেতে আরম্ভ করেছে। উন্নতির মূল কথা হচ্ছে, চেতনার উদ্রেক ও বিকাশ, যা সকলের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন।

জনাব মোর্শেদ আলম সরকার

নির্বাহী পরিচালক
পিপল্‌স ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)

পিকেএসএফ-কে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশে সরকারিভাবে নারী নীতি অনুমোদিত হলেও সেখানে অনেক কাটছাঁট করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি জন্মসূত্রে সম্পত্তির অধিকারে সরকারের সুস্পষ্ট নীতিমালা নেই বলে মনে করেন। সন্তানের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে সম্পত্তি ভাগ করা হয়। তিনি আরও বলেন, দীর্ঘদিনের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি দেখেছেন সম্পদ সহায়তা ও প্রশিক্ষণ থাকলে কেউ কখনোও দরিদ্র থাকে না, সে ধীরে ধীরে সেই জায়গা থেকে উঠে আসে। ছেলে ও মেয়েদের সম্পত্তিতে সমঅধিকার দেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। তিনি এই বিষয়ে সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, তিনি যেন নীতিনির্ধারণের সকল ক্ষেত্রে নারীদের সমঅধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন উচ্চতর ফোরামে তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

মিজ মাজেদা শওকত

নির্বাহী পরিচালক

নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)

একটি সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য তিনি পিকেএসএফ-কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, পিকেএসএফ যেহেতু বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে তৃণমূল নারীদের নিয়ে কাজ করে, সেহেতু আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানগুলোতে তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে গ্রামের মহিলারা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাদের মত প্রকাশ করার একটা সুযোগ পেতে পারেন। তাদের মুখের কথা যদি আমরা শুনতে পারি, তাহলে সবাই বুঝতে পারবে, তাদের মধ্যে কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে। তিনি মত প্রকাশ করে বলেন, তাদের অবস্থানগত অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আমাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে "উনি মহিলা, আমি পুরুষ" এই মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে নারীদের অবস্থার অনেকটা উন্নতি ঘটেছে। বর্তমানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারী, জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার নারী, বিরোধী দলীয় নেত্রী নারী। সেনাবাহিনীর প্রত্যেক কোরে নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে। নারীরা প্লেন ও ট্রেন চালাচ্ছেন।

১৯৯৬ সালে নারী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পরে ইউনিয়ন পরিষদে নারী আসন সংরক্ষিত করা হয়। সেখানে মহিলা সদস্যদের আসন রয়েছে, কিন্তু তাদের বসার কোন আসন ছিল না। তাদের স্বামী অথবা ভাই সেখানে বসতেন। বড় বা ছোট যেকোন জায়গাতে নারীরাই বঞ্চনার শিকার। নারী, পুরুষের মানসিক সচেতনতা বৃদ্ধি না পেলে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। নারীর কল্যাণে গৃহীত বা পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রমের সুফল তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের নিকট যতটুকু যাচ্ছে, তা চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত। সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে সকলকে যার যার অবস্থান থেকে নারীর উন্নয়নে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সভাপতি মহোদয় বলেন, বাংলাদেশে অনেক নীতিমালা আছে কিন্তু তার প্রয়োগ নেই। নারীকে ইউনিয়ন পরিষদে ভাইস চেয়ারম্যান করে রাখা হয়েছে, কিন্তু তাঁদের কোন নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়া হয় নাই। এটি রূপকল্প-২০২১ এমনকি আইন এবং সংবিধানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। ভবিষ্যতে এ অবস্থার পরিবর্তন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, এ সকল বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের সবাইকে সোচ্চার হতে হবে।

জনাব আনোয়ার হোসেন

নির্বাহী পরিচালক
হীড বাংলাদেশ

তিনি বলেন, আমরা মুখে অনেক কিছু বলি, কিন্তু বাস্তবে মানি না, শুধুমাত্র বলার জন্য বলি। এ কারণেই বাংলাদেশে প্রায় ২০ বছর যাবৎ নারী প্রধানমন্ত্রী থাকার পরেও নারী অধিকার নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, পিকেএসএফ-কে কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে নারী অধিকার প্রদানে তারাও ভূমিকা রাখতে আগ্রহী। পিকেএসএফ-এ উচ্চতর পদে নারী কর্মকর্তা থাকলে আমরা বুঝতে পারবো পিকেএসএফ মনে প্রাণে নারী উন্নয়নে আগ্রহী।

এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় বলেন, এক সময় পিকেএসএফ-এ উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে একজন নারী কর্মকর্তা ছিলেন। বর্তমানে মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব) পদে নারী কর্মকর্তা নিয়োগে পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পত্রিকায় ৩ বার বিজ্ঞপ্তি দিয়েও যোগ্য এবং পিকেএসএফ-এর বেতন কাঠামোর আওতায় কাজ করতে আগ্রহী এমন নারী প্রার্থী না পাওয়ায় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়। তবে আমরা দায়িত্ব পালন ও গুণগত মান বজায় রেখে যত দ্রুত সম্ভব নিচে থেকে নারী কর্মকর্তাদের ওপরে তোলার চেষ্টা করছি।

এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বলেন, পিকেএসএফ-এর অনেকগুলো সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহী পদে নারী আছেন এবং তাঁরা সফলভাবে কাজ করছেন। তিনি বলেন, অনেকক্ষেত্রেই নারী নির্বাহী পরিচালক পরিচালিত সংস্থাসমূহ পুরুষ চালিত সংস্থাসমূহের চাইতে ভালো করছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এ কথা সত্যি যে, পিকেএসএফ-এর অভ্যন্তরে জ্যেষ্ঠতা অনুসারে এখনও পর্যন্ত নারী কর্মকর্তারা উচ্চতর পদে আসতে পারেন নাই। তবে নারীদের উচ্চতর পদে নেয়ার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পিকেএসএফ থেকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে এবং শিক্ষা সফরের জন্য কর্মকর্তা মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রতি টীমে ন্যূনতম দুইজন নারী কর্মকর্তা মনোনয়ন দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে নারী কর্মকর্তারা শিক্ষা গ্রহণে অত্যন্ত আগ্রহী থাকে। আশা করা যাচ্ছে, যেসব নারী কর্মকর্তা বর্তমানে পিকেএসএফ-এ কর্মরত আছেন তারা ভবিষ্যতে উচ্চতর পদে আসীন হবেন।

মিজ নিলুফা বেগম

উপ-পরিচালক

শক্তি ফাউন্ডেশন

তিনি বলেন, পিকেএসএফ তিন বছর যাবৎ নারী দিবস উপলক্ষে সেমিনারের আয়োজন করছে। এ ধরনের আলোচনায় অনেক সুপারিশ আসে। সেগুলো লিখিত আকারে প্রকাশ করে তাদের প্রেরণ করা হলে কাজ করার উৎসাহ আরও বেড়ে যাবে এবং এ ধরনের আলোচনা সফল হবে। তিনি আরও বলেন, অনেক সহযোগী সংস্থা এখনও মাতৃত্বকালীন ছুটি ও পিতৃত্বকালীন ছুটি কার্যকর করে নাই। এক্ষেত্রে তিনি পিকেএসএফ-এর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

সভাপতি মহোদয় জানান এটি এখন একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয়, পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত সকল সেমিনারে যা আলোচিত হয় তা লিপিবদ্ধ এবং প্রকাশ করা হয়। শুধু প্রকাশিত নয় সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নেরও চেষ্টা করা হয়।

আলোচনার এ পর্যায়ে মাতৃত্বকালীন ছুটি কার্যকর করার অনুরোধ জানিয়ে সকল সহযোগী সংস্থাসমূহে ইতিমধ্যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে বলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় উল্লেখ করেন।

মিজ নাসিমা বেগম

নির্বাহী পরিচালক

শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন

তিনি মহিলা ও শিশু বিষয়ে দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছেন। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি বলেন, নারী উন্নয়ন নিয়ে সরকারসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেন, কিন্তু এই কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা বেশির ভাগ সময় পাওয়া যায় না। তাই নারী উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঠিক তথ্য সমন্বিতভাবে প্রতি বছর প্রকাশিত হলে সবাই অবহিত হতে পারবে। নারীদের কর্মক্ষেত্রসহ সকল স্থানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা উচিত, যাতে তারা নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে। নিরাপত্তার অভাবে মেয়েদের দিনে কাজ করে দিনেই ঘরে ফিরতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে মহিলা পুলিশদের নিজেদের নিরাপত্তার কারণেই একটা নির্দিষ্ট সময় পর ব্যারাকে ফিরিয়ে আনা হয়। তাই মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় বলেন, সকল প্রতিকূলতা পেরিয়ে আন্দোলন করে মেয়েদেরই ঘর থেকে বের হয়ে আসতে হবে। এজন্য অন্যের সাহায্য বা নেতৃত্বের প্রয়োজন নেই। দেশে আইন আছে, সংবিধান আছে। প্রয়োজনের তাগিদেই মেয়েরা বাইরে এসে কাজ করবে।

মিজ রাজিয়া হোসেন

নির্বাহী পরিচালক
মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র (এমবিএসকে)

নারী দিবস উদ্‌যাপনের জন্য পিকেএসএফ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন যে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও প্রকল্পের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রায় ১ কোটি নারী সম্পৃক্ত থাকলেও প্রায় ৯০ ভাগ নারীই ঋণের অর্থ নিজেরা ব্যবহার করতে পারেন না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পরিবারের অন্য সদস্যরা ঋণের অর্থ ব্যবহার করছে। অধিকার, মর্যাদা এবং ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত না করা গেলে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা অর্জন না করলে বাস্তবিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন হওয়া দুরূহ। পিকেএসএফ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থাদের যেমনভাবে মনিটর করে, তেমনিভাবে যদি নারী সদস্যগণ ঋণের অর্থ নিজেরা ব্যবহার করছে কিনা তা মনিটর করে, তাহলে এই ১ কোটি নারী বেশি ক্ষমতায়িত হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন নারীদের গৃহের কাজের মূল্যায়ন হলে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। অফিস আদালতে নারীরা সমান বেতন-ভাতা পেলেও তৃণমূল পর্যায়ে নারী শ্রমিকরা পুরুষের তুলনায় অর্ধেক মজুরি পেয়ে থাকেন। তিনি মনে করেন, নারী নীতিমালার বাস্তবায়ন সঠিকভাবে হলে নারীর প্রতি সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটবে, বৈষম্যের অবসান হবে, নারী ঘরে এবং ঘরের বাইরে সমঅধিকার ও মর্যাদা নিয়ে কাজ করতে পারবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, তার সংস্থায় ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটির পাশাপাশি আরও অতিরিক্ত ৬ মাস বিনা বেতনে ছুটির ব্যবস্থা রয়েছে।

এ ব্যাপারে মাননীয় সভাপতি মহোদয় ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটির পাশাপাশি নারীদের আরও অতিরিক্ত ৬ মাস বিনা বেতনে ছুটি প্রদানের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান।

মিজ ইয়াসমিন আক্তার

কো-অর্ডিনেটর
সাজেদা ফাউন্ডেশন

তিনি তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মাইক্রোফিনান্সে ঋণের অর্থের ব্যবহারকারী ৯০ ভাগ নারী হলেও নারী মাঠকর্মী কিন্তু সে অনুপাতে নেই। নারীরা উপযুক্ত কর্মপরিবেশ এবং নিরাপত্তা পান না। তাই অনেক ক্ষেত্রে নারীরা উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর পূর্বেই ঝরে পড়েন। এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা বৈষম্যেরও শিকার হন, যেমন ইন্টারভিউ বোর্ডে একজন গর্ভবতী মহিলাকে আগেই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। নারীদের চাকুরিতে কোটা বাড়ানো উচিত বলে তিনি মনে করেন। কর্মক্ষেত্রে পরিবেশের পাশাপাশি তাদের পরিবারে সচেতনতা বাড়ানো আবশ্যক হবে।

এ ব্যাপারে মাননীয় সভাপতি মহোদয় তার অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, নারীদের উচ্চ পর্যায়ে নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে সমাজের এ ধরনের রক্ষণশীল ও নেতিবাচক মানসিকতা অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তা দূর করতে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

মিজ মাহফিয়া পারভীন

কনসালটেন্ট
টিএমএসএস

তিনি বলেন, পরিবারই হতে পারে নারীর ক্ষমতায়নের কেন্দ্রস্থল। পরিবারই দিতে পারে নারীকে যোগ্য ও সঠিক মর্যাদা। তিনি বলেন, সভায় সকলের আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয়, পরিবারের অভ্যন্তরেই নারী সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত হচ্ছে। নারীর প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য সচেতনতা প্রয়োজন, বিপ্লব আনা প্রয়োজন। নারীর উন্নয়নের জন্যে সমঅধিকারের পাশাপাশি কোটার কথা বলা হয়, যদিও বিষয়টি পরস্পর বিরোধী, তারপরেও নারীকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কোটা পদ্ধতি প্রয়োজন। একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলতে যেমন সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রয়োজন, তেমনি দীর্ঘদিন থেকে সুযোগসুবিধা বঞ্চিত নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে কঠোর আইন প্রণয়ন দরকার যা নারীকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এটা সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে, নারী পুরুষের যৌথ শ্রমই যে কোন উন্নয়নের চাবিকাঠি এবং নারী উন্নয়নে পুরুষ অবশ্যই প্রধান সহায়ক শক্তি। নারী উন্নয়নের জন্যে কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত করা অর্থাৎ সর্বোপরি সমাজ ও পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় বলেন, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সবার আগে প্রয়োজন।
মুক্ত আলোচনার এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় পিকেএসএফ-এর যে কোন একজন নারী কর্মকর্তাকে বক্তব্য দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

মিজ তানভীর সুলতানা

ব্যবস্থাপক

পিকেএসএফ

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, পিকেএসএফ কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী। কর্মক্ষেত্রে নারী চাকুরেদের সকল প্রকার অধিকার বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পিকেএসএফ-এর মূল কৌশল মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন, যেখানে নারীদের বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হয়। মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের সঠিক দিক-নির্দেশনায় নারী উন্নয়নমূলক কাজগুলো সুসংগঠিত হচ্ছে যার ফলাফলস্বরূপ আজকের এই অনুষ্ঠান। পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাদের মধ্যে শতকরা দশ ভাগ নারী কর্মকর্তা। পিকেএসএফ-এর প্রতিটি বিভাগের খুব গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী কর্মকর্তা আসীন রয়েছেন এবং নারী কর্মকর্তাগণ তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে পালন করছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, পিকেএসএফ-এ কর্মরত নারীরা যাতে যৌন হয়রানিমুক্ত কর্ম পরিবেশে কাজ করতে পারেন, সেজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত যৌন হয়রানিমুক্ত শিক্ষা ও কর্ম পরিবেশ তৈরিতে অনুসরণীয় নীতিমালার ৯ নং ধারা মোতাবেক পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটি' গঠন করা হয়েছে। কমিটির তিনজন নারী সদস্যের মধ্যে পিকেএসএফ-এর পক্ষে একজন নারী সদস্য হিসেবে তাঁকে মনোনীত করায় পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

এরপর তিনি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন যে, পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের বছর দু'য়েক আগে কম্বোডিয়ায় Asia- Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA) আয়োজিত Microfinance in Agriculture শীর্ষক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে পিকেএসএফ-এর একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তার মতামত জানতে চান। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে উক্ত প্রশিক্ষণে তিনি অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করায় APRACA হতে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বরাবর একটি প্রশংসাপত্র পরবর্তী সময়ে প্রেরণ করার বিষয়টি তিনি অবহিত করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন সময়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব তানভীর সুলতানাকে ধন্যবাদ দেন, যা আজও তার কাছে একটা বড় অর্জন বলে তিনি মনে করেন। একজন নারী কর্মকর্তা হিসেবে পিকেএসএফ-এর মূল্যায়ন তাঁর এগিয়ে যাওয়ার পথকে আরো অনেক সুগম করেছে বলে তিনি মনে করেন এবং এ ধরনের উদ্যোগ তার আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং অন্যদেরকেও উৎসাহিত করছে। পুরুষ সহকর্মীদের সার্বিক সহযোগিতায় পিকেএসএফ-এর নারী কর্মকর্তাগণ আরো দক্ষতার সাথে কাজ করবে এবং পিকেএসএফ-এর কর্মপরিবেশ একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

জনাব খোন্দকার এহসানুল আমিন

প্রোগ্রাম ম্যানেজার

এসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি)

তিনি উল্লেখ করেন যে, ACD স্থানীয় সরকারে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করে এবং এ কাজ করার ক্ষেত্রে তারা দেখতে পেয়েছেন যে, নারীরা নির্বাচিত হলেও তারা সিদ্ধান্ত নিতে সিদ্ধহস্ত নয়। তিনি বলেন, এখানেও সক্ষমতার সমস্যা রয়েছে। তাই নারীদের এই সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পিকেএসএফ সুচিন্তিত ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিলে সহযোগী সংস্থার কাজ করার পথটা সুগম হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সভাপতি মহোদয় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, ক্ষেত্রবিশেষে কাজ করার সক্ষমতা নারী পুরুষ উভয়েরই কম। তাই নারী পুরুষ উভয়েরই প্রশিক্ষণ দরকার, কোনো বিভেদ থাকা উচিত নয়।

মিজ কুহিনুর বেগম

প্রোগ্রাম ম্যানেজার

স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি

তিনি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আজকের সেমিনারের বিষয়বস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা হয়েছিল ১৯৪৮ সালে আর এর আগে ১৯৪৬ সালে Commission of the Status of Women গঠিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে সংবিধান রচিত হয়, যেখানে নারী পুরুষের সমঅধিকারের কথা বলা হয়েছে। এরপর ১৯৯৭ সালে জাতীয় নারী নীতিমালা তৈরি হয়। এই নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে নারী বিষয়ক অনেক বিষয় অর্জিত হয়, যেমন: স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ, Women in Development কমিটি গঠিত হয় প্রতিটি জেলা, উপজেলায়। এ সকল কমিটির সদস্য জেলা প্রশাসক এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি বেসরকারি প্রচুর উদ্যোগ রয়েছে, কিন্তু বাস্তবায়ন নেই। তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে দেখা যায় কমিটিগুলো সক্রিয় নেই। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও হয় না। এমনকি অনেক সদস্য জানেন না যে, তারা উক্ত কমিটির সদস্য অর্থাৎ সদস্যরা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কেই সচেতন নয়। পিকেএসএফ-এর সাথে প্রায় ১ কোটি পরিবারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, আর এই ১ কোটি পরিবারের মাধ্যমে প্রায় ৪ কোটি মানুষের সাথে পরোক্ষ সংযোগ রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে বিভিন্ন দিক নির্দেশনাসমূহ এই সকল পরিবারে ছড়িয়ে পড়বে, পরিবার থেকে সমাজে এবং সমাজ থেকে রাষ্ট্রে। নারীর যথার্থ ক্ষমতায়নে বর্তমান সরকার অনেক কাজ করেছে এবং আরো অনেক করণীয় বাকি রয়েছে।

বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, বর্তমান সরকার মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে বলেছে যে, পিতামাতা চাইলে মেয়েকে ১৬ বছরে বিয়ে দিতে পারবেন যা অত্যন্ত দুঃখজনক, এর ফলে বাল্যবিবাহ আরো উৎসাহিত হবে। তাই এটা অবশ্যই ১৮ বছর রাখা উচিত। এছাড়া নারীর অধিকার, স্থানীয় সরকার ও জেন্ডার বিষয়ক ইস্যুগুলো যাতে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে বিষয়ে তিনি সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় তাকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ই থাকবে, এটা কমানো হবে না। আর সুযোগ পেলে সভাপতি মহোদয় উল্লিখিত বিষয় যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করবেন বলে জানান। সভার এ অংশে সভাপতি মহোদয় প্রবন্ধ উপস্থাপক অধ্যাপক সালমা আক্তারকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

অধ্যাপক সালমা আক্তার

সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, উপস্থাপনার সঙ্গে সকলের আলোচনা অত্যন্ত পরিপূরক এবং সমর্থনযোগ্য। সম্পূর্ণ সেমিনারটির সারাংশ করলে দুইটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়: প্রথমটি কৌশলগত এবং দ্বিতীয়টি সচেতনতা বিষয়ক। কৌশলগত বিষয়টি নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের, যেখানে অনেক অর্জন হয়েছে এবং আরো অনেক কিছু অর্জিত হবে। সভার সকলের আলোচনায় সচেতনতার বিষয়টি উঠে এসেছে। নারীরা পূর্বের চেয়ে এখন তাদের অবস্থান ও অধিকার নিয়ে অনেক সচেতন। আগে স্থানীয় সরকারের নারী প্রতিনিধিরা বসার জন্য চেয়ার পেত না। দেখা যেত, সেই চেয়ারে তাদের স্বামীরা বসে আছে। তারা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। এখন আর সেই অবস্থা নেই। এখন নারীরা শিক্ষিত হচ্ছে। তারা তাদের অবস্থান ও অধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। যার ফলে নারীরা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে উপজেলা পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে। তাই সচেতনতার বিষয়ে আগামীতে আরো পরিবর্তন হবে।

কর্মজীবী নারীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কর্মজীবী নারীরা তিন গুণ বেশি চাপ নিয়ে কর্ম সম্পাদন করেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নারীকে ভুল বোঝা হয় যে, সন্তান অথবা পারিবারিক সমস্যার জন্য নারীর কাছ থেকে গুণগত মানের কাজ পাওয়া যায় না। কর্মজীবী নারীদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং প্রচলন করলে তারা নিশ্চিন্তভাবে অফিসের কাজে মনোনিবেশ করতে পারবে। জেন্ডার সহিংসতা কমানোর জন্য এখনও অনেক কাজ করণীয় রয়েছে। নারী পুরুষ সবসময় একে অপরের সহযোগী, কেউ কারো বিরোধী নয়। তাই নারীর উন্নয়নে কোনো কাজ করতে গেলে পুরুষকে বাদ দিলে সেটা ফলপ্রসূ হবে না। নারীপুরুষ সকলের ঐকান্তিক চেষ্টায় পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে।

সভাপতির বক্তব্য

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ
পিকেএসএফ

সভাপতি মহোদয় তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, নারীর উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট তার নিজস্ব ব্লগে উল্লেখ করেন, নারীদের উন্নয়ন সূচকে তিনটি ডার্কনেস বা সংকট রয়েছে: নারীদের শিক্ষা সংকট; কর্মসংস্থানের সংকট এবং নির্যাতনের সংকট। তিনি এর সাথে মানসিকতার সংকট যোগ করতে চান। নারীদের প্রতি পুরুষের মানসিকতা এবং নারীদের প্রতি নারীদের মানসিকতা উভয়েরই উন্নয়ন প্রয়োজন। মানসিকতার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, আরো পরিবর্তন দরকার। নারীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হলেও এখনও আরও পথ বাকি রয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনীতি প্রশাসনসহ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতি লক্ষণীয় হলেও উচ্চ পদে তাদের তেমন দেখা যায় না। সারা বিশ্বে মাত্র ২৪ শতাংশ নারী কর্মক্ষেত্রে উচ্চ পদে পৌঁছাতে পেরেছেন। জাপানে উচ্চ পদে মাত্র ৭ শতাংশ নারী কর্মকর্তা দেখা যায়। জাপানের সাথে তুলনা করা হলে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ খুব পিছিয়ে নেই।

সভাপতি মহোদয় বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যের সারাংশ উল্লেখ করে বলেন, মানসিকতার পরিবর্তন সবার আগে করতে হবে এবং নারী পুরুষ অর্থাৎ সকল মানুষের একযোগে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ সুগম করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে সভাপতি মহোদয় বলেন, সমৃদ্ধি-র মূল বিষয় মানুষ। এখানে প্রতিটি মানুষের লাইফ সাইকেল দেখা হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের প্রতিটি কর্মকাণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাই গর্ভধারণের সময় থেকে মা ও শিশুর চিকিৎসা, শিশুর যত্ন, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ সমৃদ্ধি-তে মানুষকে কেন্দ্র করে সকল কর্মসূচি বিন্যস্ত করা হয়েছে। সমৃদ্ধি-র আর একটি বড় বিষয় হচ্ছে সামাজিক পুঁজি অর্থাৎ মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক।

পরিবারভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা **সমৃদ্ধি**-তে নিশ্চিত ও সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিবারের সকল সদস্য অর্থাৎ বাবা-মা, ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ, শিশু, প্রতিবন্ধী সকলের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হচ্ছে। এর ফলে পরিবারের বন্ধন শক্ত হচ্ছে। পরিবারের একজন নারী যে ঋণ গ্রহণ করছেন, তার ব্যবস্থাপনায় স্বামী বা ছেলে নয়, ঐ নারীকেই থাকতে হবে যাতে তার কর্তৃত্ব বজায় থাকে। আর **সমৃদ্ধি** থেকে এটা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে। আগে পরিবারের কেবল একজন ব্যক্তিকে ঋণ দেয়া হত, এখন প্রয়োজনবোধে অন্য সদস্যদেরকেও ঋণ দেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ **সমৃদ্ধি**-র সকল কর্মকাণ্ডের মূলে রয়েছে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ক্ষমতায়ন এবং সমন্বিত উন্নয়ন। পরিবারের প্রতিটি খাত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো এক সঙ্গে এগিয়ে যাবে। আর সামাজিক পুঁজি সম্প্রসারিত হয়ে পরিবার থেকে পরিবারে, বিভিন্ন কমিউনিটিতে, কমিউনিটি থেকে ইউনিয়নে এবং ইউনিয়ন থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে।

এরপর বাংলাদেশের সংবিধানের কথা উল্লেখ করে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, সংবিধানে সকলের সম সুযোগের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্যে সুযোগ সমান করে দিতে হবে। পরিচ্ছন্নতাকর্মী, চা-শ্রমিক, শিশু-শ্রমিক থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের জন্য সমভাবে সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রতিটি মানুষ তার নিজের উন্নয়ন কতখানি করতে পারবে তা কিন্তু নির্ভর করে আরো অনেক নিয়ামকের ওপর। সেগুলোকে সমন্বিত করে একটি সুস্থ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সকলকে কাজ করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা উল্লেখ করে সভাপতি মহোদয় জানান যে, মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনায় ছিল একটি সমাজ গঠন করা যেখানে সবার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, কেউ বঞ্চিত থাকবে না। সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষগুলোকে বঞ্চনা থেকে মুক্ত করে স্বাধীন মানুষ হিসেবে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যাতে তার সব মানবাধিকার অর্জিত হয়। আর এ লক্ষ্য অর্জনে পিকেএসএফ সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, ক্ষমতায়ন নারীরও হতে পারে এবং পুরুষেরও হতে পারে। ক্ষমতায়নের চারটি দিক আছে; প্রথমটি হলো শিক্ষা, দ্বিতীয়টি স্বাস্থ্যসেবা,

তৃতীয়টি প্রশিক্ষণ এরপর রয়েছে সম্পদ ও কর্মসংস্থানে অভিগম্যতা। মানুষের জীবনটা বহুমাত্রিক, দারিদ্র্যও বহুমাত্রিক, আর তাই এই বহুমাত্রিক দরিদ্রতা থেকে বের হয়ে আসতে গেলে বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া দরকার। যা **সমৃদ্ধি**-তে করা হচ্ছে। নারী নির্যাতনের বিষয়েও শক্তভাবে প্রচারণা চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। শিক্ষণীয় বিষয় খুব সহজে পিকেএসএফ-এ অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কারণ, পিকেএসএফ পরিচালিত হয় দেশের প্রথিতযশা বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের নির্দেশনায়। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ও **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি সম্প্রতি ধামরাই সফরকালে তাঁর একটি অভিজ্ঞতার বিষয় অবহিত করেন। তিনি জানান, ধামরাই প্রশাসন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত করেছেন, যারা বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক তথ্য ছাত্র-ছাত্রীদের বর্ণনা করেছেন। সভাপতি মহোদয় **সমৃদ্ধি** কার্যক্রমে অনুরূপভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে মুক্তিযুদ্ধকালীন সঠিক তথ্য উপস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ক্ষুদ্রঋণ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় বলেন, শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। সম্প্রতি ভারত, ফিলিপাইন, মঙ্গোলিয়া, মরক্কো, ইথিওপিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভেনিয়া ও মেক্সিকো-এই ৭টি দেশের উপর সম্পাদিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে দারিদ্র্য নিরসনে, আয় বৃদ্ধিতে, সম্পদ সৃষ্টিতে, নারীর ক্ষমতায়নে, শিক্ষাখাতে ক্ষুদ্রঋণের উল্লেখযোগ্য অবদান নাই। এছাড়া Global Microcredit Campaign-এর একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১৯৯০ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মাত্র ৯.৪ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপর উঠে আসতে পেরেছেন। সভাপতি মহোদয় ক্ষুদ্রঋণের সাথে অন্যান্য অনুষঙ্গ যোগ করার ব্যাপারে সভায় অবহিত করেন। **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিতে উপযুক্ত ঋণের সাথে প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি, বাজারজাতকরণ এসকল কিছু একত্রিত করে একটি প্যাকেজ হিসেবে মানুষকে সেবা দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সভাপতি মহোদয় তার বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে বলেন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যে কয়টি দেশ খুব ভাল করেছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ একটি অগ্রগামী দেশ। দেশের অর্জনে বিশেষ করে মানুষকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহের অব্যশ্যই অবদান রয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা শেষ করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার দিকে এখন দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এসডিজি-তে বাংলাদেশের প্রস্তাবনায় নারীর কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সমৃদ্ধি-তে যে লাইফ সাইকেল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, সে বিষয়টি এসডিজির প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রায় রয়েছে।

পিকেএসএফ বর্তমানে নতুন আঙ্গিকে অনেক কিছু করছে। সমৃদ্ধি কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন নতুন অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তথাপি আরও অনেক কিছুর চাহিদা রয়েছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্য সব কিছু করতে না পারলেও অন্যান্য সহায়তার ক্ষেত্রে অনেকেই এগিয়ে আসছে।

তিনি বলেন, মূল বিষয় হচ্ছে দেশটাকে এগিয়ে নিতে হবে এবং কাউকে বাদ দিয়ে নয়, প্রত্যেককে সাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সেখানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই অংশগ্রহণ করবে এবং এর থেকে উপকৃত হবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি শব্দ চয়নের উপর সকলকে আরও যত্নশীল হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। 'মানব সম্পদ' এর পরিবর্তে মানব সক্ষমতা শব্দটি ব্যবহারের সপক্ষে তিনি অভিমত জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, সম্পদ একতরফা, সম্পদ শুধু দেয়, কিছু নেয় না। কিন্তু মানুষ দেয় এবং নেয়। সে সম্পদ উৎপাদন ও ভোগ করে।

কাজেই মানুষ সম্পদ হতে পারে না। সম্প্রতি পিকেএসএফ-এর মানব সম্পদ শাখাকে 'জনবল শাখা' নামকরণ করার বিষয়টি উল্লেখ করে সহযোগী সংস্থাসমূহকে তাদের মানব সম্পদ শাখাকে 'জনবল শাখা' নামকরণের পরামর্শ দেন। আপাতদৃষ্টিতে এগুলোকে ছোট ছোট শব্দ মনে হলেও গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে সমাজ গঠনে এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সবশেষে তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ক্রোড়পত্র

সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধের
পূর্ণাঙ্গ রূপ

Status of Women in Bangladesh from the Universal Human Rights Perspectives

প্রবন্ধকার

সালমা আক্তার

অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

REGISTRATION

সভাপতি
পিকেএসএফ

Status of Women in Bangladesh from the Universal Human Rights Perspectives

Salma Akhter

Professor, Department of Sociology

University of Dhaka

Human rights is the recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family. It is the foundation of freedom, justice and peace in the world. Theoretically, notions of security are often presumed to be gender neutral, with women and men assumed to share the same political freedoms and human rights but in praxis, assumptions of gender neutrality often conceal the inherent bias. Within the human security perspective, women's security can only be assured when all individuals can live free of violence, exploitation, and discrimination, both at the home and on the street. Any type of discrimination that impedes the freedom and safety necessary to exercise social, political, and economic choices undermines human security (UNDP, 1999).

Gender equality is a goal of UN to ensure equal rights, responsibilities and opportunities of women and men, and girls and boys. This has been accepted by governments and international organizations and is enshrined in international agreements and commitments (United Nations Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women, 2001). The centrality of gender equality has also been articulated in the outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development, entitled "The future we want", adopted in 2012, which included recognition of the importance of gender equality and women's empowerment across the three pillars of sustainable development, economic, social and environmental, and resolve to promote gender equality and women's full participation in sustainable development policies, programmes and decision-making policies at all levels (General Assembly resolution 66/288, Annex). (World Survey on the Role of Women in Development 2014; Gender Equality and Sustainable Development; UN Women.) In 2000, the twenty-third special session of the General Assembly entitled "Women 2000:

Gender equality, development and peace for the twenty-first century", reaffirmed the commitments made in the Beijing Declaration and Platform for Action. The outcome document called for the full participation of women at all levels of decision-making in the peace processes, peacekeeping and peace-building. (General Assembly resolutions S-23/2, Annex and S-23/3, Annex.).

The Millennium Development Goals (MDGs) proposed by the UN Millennium Summit of September 2000 affirmed the international community's commitment to gender equality and women's empowerment. The third of the MDGs specifically addresses gender equality.

The United Nations began celebrating International Women's Day on 8 March during International Women's Year 1975. Two years later, in December 1977, the General Assembly adopted a resolution proclaiming a United Nations Day for Women's Rights and International Peace to be observed on any day of the year by Member States, in accordance with their historical and national traditions. The United Nations held annual conferences to coordinate international efforts for women's rights and participation in social, political and economic processes. Women's organisations and governments around the world are observing International Women's Day by holding various and large-scale events that honour women's advancement with emphasis on continued caution and action required to ensure that women's equality is gained and maintained in all aspects of life.[1]

In 2015, International Women's Day, celebrated globally on 8 March, seeks to highlight the Beijing Declaration and Platform for Action, a historic roadmap signed by 189 governments 20 years ago, which sets the agenda for realizing women's rights. While there have been many achievements, many serious gaps still remain unresolved.

The United Nations has organized four world conferences on women. These took place in Mexico City in 1975, Copenhagen in 1980, Nairobi in 1985 and Beijing in 1995. The last was followed by a series of five-year reviews.

1 Information on the background history of International Women's conferences is collated from various sources including websites.

The 1995 Fourth World Conference on Women in Beijing marked a significant turning point for the global agenda for gender equality. The Beijing Declaration and the Platform for Action, adopted unanimously by 189 countries, is an agenda for women's empowerment and considered as the key global policy document on gender equality. It sets strategic objectives and actions for the advancement of women and the achievement of gender equality in 12 critical areas of concern.

The World Conference of the International Women's Year was held in Mexico City in 1975; 133 governments participated, while 6,000 NGO representatives attended a parallel forum, the International Women's Year Tribune. The conference defined a World Plan of Action for the Implementation of the Objectives of the International Women's Year, which offered a comprehensive set of guidelines for the advancement of women through 1985.

The mid-decade World Conference of the United Nations Decade for Women was held in Copenhagen in 1980: 145 Member States participated in it. It aimed at reviewing the progress in implementing the goals of the first world conference, focusing on employment, health and education. A Programme of Action called for stronger national measures to ensure women's ownership and control of property, as well as improvements in protecting women's rights to inheritance, child custody and nationality.

The World Conference to Review and Appraise the Achievements of the UN Decade for Women took place in Nairobi in 1985. The conference's mandate was to establish concrete measures to overcome obstacles to achieving the Decade's goals. Participants included 1,900 delegates from 157 Member States; a parallel NGO Forum attracted around 12,000 participants. Governments adopted the Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women, which outlined measures for achieving gender equality at the national level and for promoting women's participation in peace and development efforts.

The Beijing conference built on agreements reached at the three previous global conferences on women, and consolidated five decades of legal advances aimed at securing the equality of women with men in law and in practice.

The General Assembly decided to hold 23rd special session to conduct a five-year review and appraisal of the implementation of the Beijing Platform

for Action, and to consider future actions and initiatives. "Women 2000: Gender Equality, Development, and Peace for the Twenty-First Century" took place in New York, and resulted in a political declaration and further actions and initiatives to implement the Beijing commitments.

A 10-year review and appraisal of the Beijing Platform for Action was conducted as part of the 49th session of the Commission on the Status of Women in 2005. Delegates adopted a declaration emphasizing that the full and effective implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action is essential to achieving the internationally agreed development goals, including those contained in the Millennium Declaration.

The 15-year review of the Beijing Platform for Action took place during the Commission's 54th session in 2010. Member States adopted a declaration that welcomed the progress made towards achieving gender equality, and pledged to undertake further action to ensure the full and accelerated implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action.

In mid-2013, the UN Economic and Social Council requested the Commission on the Status of Women to review and appraise implementation of the Platform for Action in 2015, in a session known as Beijing+20. To inform deliberations, the Council also called on UN Member States to engage in comprehensive national reviews, and encouraged regional commissions to undertake regional reviews.

- First International Women's day was celebrated in 1911.
- UN has been declaring an annual equality theme for many years.
- International Women's Day 2015; Theme: *Women's Empowerment and Development of Humanity: MAKE IT HAPPEN*

In the 1970s, the formula was to integrate women into development. Women's contribution to the economic well-being of their country's population was still unrecognized. The United Nations sought to improve the economic status of women as well as nutrition, health, and education of women with the view to fully integrate women into development efforts and address the waste of human resources. The UN made recommendations and enacted conventions for their protection and rights. In the 1980s, the United Nations' Third Development Decade gave rise to a trend towards seeing women as equals, as agents and beneficiaries in all the sectors and at all levels of the development process. The year 1985 became a turning point in the history of women's issues in the UN system (Pietila and Vickers; 1990).

Despite the efforts, most women in developing countries are still economically dependent and this limits their efforts to pursue anything else that is outside the basic needs of their families. Women In Development (WID), Women And Development (WAD) and Gender And Development (GAD), as development approaches, have laid a platform and a foundation for gender equality and equity, the betterment of women in the developing countries. However, there is some criticism for the failure of many of the efforts to fully articulate the experiences of gender and development in developing countries.

GENDER DISPARITY AND VIOLENCE AGAINST WOMEN

Gender disparity is still high in many areas including education, access to resources, access to health services and maternal and child death rates. Two thirds of all adult illiterates are women, secondary enrollment rate is only 34% (Duflo 2012), women lack basic legal and human rights in most societies. Women lack access to or control over land and other resources. Labour force participation is only 52% (Duflo 2012), though women work longer hours, they are paid less and they are much more in numbers than men in poverty in almost every country. Their works and services are often not even accounted for in the GDP.

More than 100 years have passed by since women were given the right to vote in New Zealand as late as in 1893 voting rights and got elected in the Parliament in 1919. But the average rate of representation of women in Ministerial positions by region varies and is not promising in all areas. Rate of presentation of women in parliaments varies: Developed regions (28%), Latin American and the Caribbean (23%), Sub Saharan Africa (19%), Central and Eastern Europe (12%), South-East Asia and the Pacific (8%), Southern Asia (8%), Middle East and North Africa (8%).

Quota is a concern to enhance women's participation in political leadership. The central argument behind the quota provision for promotion of women's political participation is that 'stronger political participation leads to better representation and accountability, and gradually to a transformation and deepening of democratic politics' (UNIFEM 2008: 18). The driving force behind the new quotas has been the Millennium Development Goal (MDG) 3 'to promote gender equality and empower women', which has contributed to an increased emphasis on the number of women in the political office over the 2000s. An additional factor has been the 30 per cent target for representation of the Beijing Platform for Action. The proportion of women in national assembly increased far more rapidly over the past decade than this period,

rising from only 11.6 per cent in 1995 to 18.4 per cent in 2008. By contrast, there had been a mere 1 per cent increase over the entire two decade period before that (UNIFEM 2008).

Regarding literacy and adult labour force participation, South Asia lags behind compared to other regions, but women's participation in labour force and also ratio of life expectancy at birth are showing promising pattern.

Violence against women is a huge issue regarding women's human rights. The United Nations General Assembly defines violence against women as "any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in physical, sexual or mental harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life." The 1993 Declaration on the Elimination of Violence against Women noted that this violence could be perpetrated by gender, family members and even by the State itself. A UN resolution designated November 25th as International Day for the Elimination of Violence against Women.

Several researches (Broadbent, 1993; Bunch & Carrillo, 1998; Charlesworth, 1995; Elson, 1991; Rao, 1995; Sullivan, 1995; cited in Caprioli 2004) identified various systematical violation of women's security in both the public and private spheres which are often ignored. These studies confirmed patriarchy as the prime force behind sustenance of gender inequality in the society. Kerr (1993) points out that although laws can be changed, such change does not necessarily alter societal values that are deleterious to women (Kerr, 1993 cited in Caprioli 2003). Feminist have brought attention to the problems of violence against women and have made the issue central in women's movement in the world (Edwards 1991). Male violence against women is everywhere –found in streets, at home, in schools and workplaces around the globe (Koss, Heise & Russo, 1994; Russo, Koss & Goodman 1995 cited in Harway and O'Neil, 1999).

Gender-based violence (GVB), or violence against women (VAW), are major human rights problems throughout the world. A lack of access to education and opportunity, and low social status in communities are linked to violence against women. Violence by an intimate partner is one of the most common forms of violence against women. A wide range of physical, mental, sexual and reproductive, and maternal health problems can result from violence against women.

WHO (2008) identified a wide range of physical, mental, sexual and reproductive, and maternal health problems which may result from violence against women. Domestic violence and abuse by partner is a common phenomenon world-wide but many women do not seek help or report their experiences when violence occurs. WHO (2008) found,

- Between 15% and 71% of women reported physical or sexual violence by a husband or partner.
- Between 4% and 12% of women reported being physically abused during pregnancy.
- About 5,000 women are murdered each year by family members in the name of honour worldwide.
- Forced marriages and child marriages violate the human rights of women and girls, but they are widely practiced in many countries of Asia, the Middle East and sub-Saharan Africa.
- Worldwide, up to one in five women report experiencing sexual abuse as children. Children who experience sexual abuse are much more likely to encounter other forms of abuse later in their life.

WHO's study (2008) demonstrates violence against women is widespread and deeply embedded, and has serious impacts on women's health and well-being, its continuation is morally inexcusable; its cost to individuals, to health systems, and to society in general is enormous.

Gender Index in South Asia

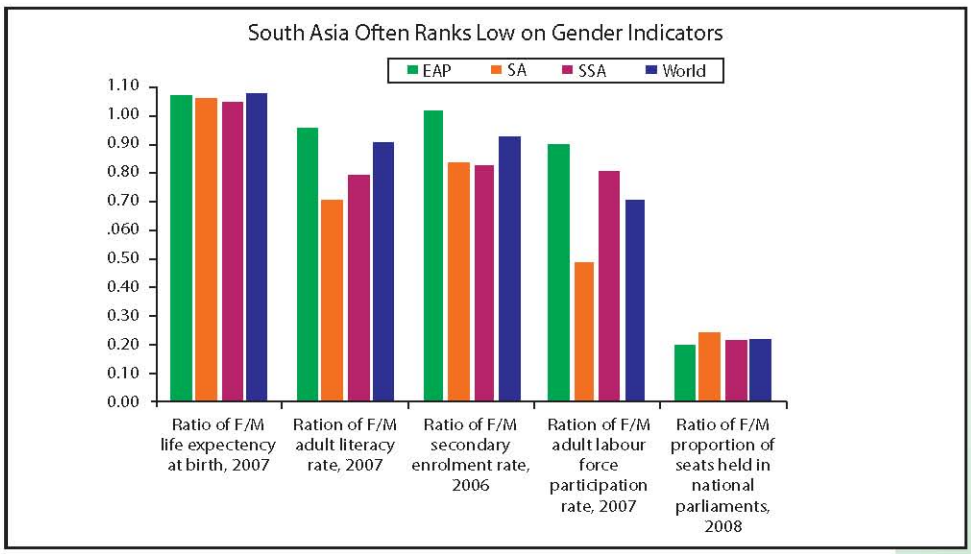

Source: World Bank 2009, note: EAP-East Asia Pacific, SA- South Asia, SSA= Sub Saharan Africa

Despite progress in various areas, gender discrimination is still significant in South Asia and GVB and VAW are still major obstacles in achieving women's empowerment. Home is no more a safe haven for women in South Asia than it is anywhere in the world; from conception to death, the life and life-chances of women are under threat even within the home (Faizal & Rajagopalan 2005:23). The dowry system, inheritance rights and access to property are often cited as causes for the low status of women and their subsequent vulnerability (Faizal & Rajagopalan, 2005:32).

Globally, Child Marriage (CM) among girls is very common in South Asia and Sub-Saharan Africa, and the 10 countries with the highest rates are found in these two regions (UNICEF 2014). Child Marriage (CM), forced marriage also persist in certain areas of Afghanistan and Pakistan.

The UN Population Fund's annual report estimated in 2000 that at least 60 million girls are missing from the world's population as a result of sex-selective abortions and infanticides (UNFPA 2000). Amartya Sen coined the term "missing women" to indicate those women who were never born or died because they did not enjoy opportunities as men do. Sen (1999: 52) According to UN Demographic Year book as many as 37 million in India and 44 million in China die due to their excess mortality at the foetal, natal or post natal stage. Srinivasan lamented for the discrimination a girl child faces, which decides whether she is 'empowered' to live at all.

Women face death during child birth, over 585,000 of them die each year from causes related to pregnancy or child-birth, and are likely to be victims of domestic violence, physical or psychological, and of sexual harassment and rape (EC 2012). World Bank estimation suggests that about 6 million women go missing every year in this manner. "Of these 23 percent are never born, 10 percent are missing in early childhood, 21 percent in the reproductive years, and 38 percent above the age of 60" (Duflo 2012).

The UN Population Fund's annual report estimated in 2000 that at least 60 million girls are missing from the world's population as a result of sex-selective abortions and infanticides (UNFPA 2000).

GBV and VAW are still persistent in the world particularly in South Asian countries show alarming situation. Ellsberg and Gottemoeller, 1999 in their study Ending Violence against Women shows high Percentage of Adult Women Reporting Physical Assault by an intimate Male Partner in Bangladesh (47%), compared to India's six states (40%).

A study on South Asia[2] shows that Bangladesh (2007), Nepal (2011), India (2005-6) are among 15 countries with highest prevalence of intimate sexual and physical partner violence. Adenhikari and Tamang (2010) show that in Nepal 45% women, ICRW (2000) 60% women in India are similar victims. Fulu (2007) shows 61% women in Maldives and Jaysuriya, Wijewardena, Axemo (2011) show 57% women in Sri Lanka suffered from spousal abuse, physical violence in severe forms. The study also cites the high rate of physical and sexual abuse of children in India both at home and outside home including schools, shelters and institutions. Studies on Nepal, Pakistan, Maldives show violence of children in schools. Studies show girls face violence in the streets of Bangladesh (Conticini and Hulme 2007), India (GOI 2007), Pakistan (Malik 2010) (cited in Solotaroff and Pande 2014). Child prostitution is also a chronic form of violence in South Asia (UNICEF 2001; Hyder and Malik 2007).

Solotaroff and Pande's study (2014), evaluated interventions on GBV, DV, VAW, IP, sexual harassment, trafficking, excess female child mortality, girl child abuse, honor killing, custodial violence, engaging men and boys to reduce various violence against women and girls and suggest multisectoral efforts with an explicit gender focus that simultaneously address risk factors at the individual, household, community, institutional and structural levels of society. Studies (Ellsberg, 2006, Jawaweera et al 2007, Solotaroff and Pande 2014) evidenced violence against women and girls had strong deleterious effects in countries' achievement of at least 6 of 8 MDGs (1-6 goals).

Gender-based violence is a harrowing reality that marks the everyday life of millions of girls, of all ages, ethnicities and religions (UNFPA 2007).

STATUS OF WOMEN IN BANGLADESH

The Constitution of Bangladesh grants equal rights to women and men in all spheres of public life [Article 28(1), and 28(3)]. The Constitution also makes it obligatory for the state to ensure women's active and meaningful participation in all spheres of public life (Article-10). The constitutional provisions (Article 9-10, 27-28, 37-39, 50, 66 & 122) clearly outline the steps to be taken to ensure participation of women in all spheres of national life.

2 Jennifer Solotaroff and Rohini Prabha Pande (2014), Violence Against Women, Lessons from South Asia. South Asia Development Forum, supported by World Bank Group.

Bangladesh is one of the countries, which ratified the UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Bangladesh also publicly celebrates International Women's day and participates in all international conferences and takes care that policies are in line with UN and Development Partner's concerns on Gender equity.

Policies for Women's Economic Development in Bangladesh

The major initiatives undertaken by the Government include the establishment of a separate Ministry of Women & Children Affairs established in 1978 as a part of government's commitment to women's development through organizational and institutional support. Government of Bangladesh established Women Rehabilitation Board in 1972, Women Rehabilitation Welfare Foundation in 1974, National Women's Songstha in 1976. The formulation of the National Policy for Advancement of Women in 2008, and the National Action Plan (which was prepared in response to the Beijing Platform for Action) is a right step. All the five year plans included women's employment. The fourth five year plan focused on mainstreaming women's social and economic roles and fifth five year plan reemphasized on it. Gender was incorporated in the micro sections of the planning of major sectors. National Strategy for Accelerated Poverty Reduction (NSAPR II) has been formulated to mainstream women at the macro-economic level. Focal points have been selected to coordinate women development activities of different ministries and organizations. Vision 2021 as envisioned by the present government emphasizes on establishing women's rights, empowerment and development. All the sectoral plans have incorporated activities in achieving this.

- The Government of Bangladesh has made substantial progress in the area of gender-responsive budgeting. This includes the inclusion of gender issues in the MTBF process; development of the Recurrent, Capital, Gender and Poverty (RCGP) Model of database, where all expenditure are disaggregated to indicate the percentage of allocation of resources for women and preparation of the gender budget reports from 2012)

- Enhancing women's economic engagement is central to the Government of Bangladesh's wider economic goals for Bangladesh's movement to middle income status. There are numerous programmes on skill development and women's entrepreneurship in Bangladesh. Many of these are however, focused on relatively low-skilled operators or 'income-generating projects' for the very poor.

Gender Related Development Index of Bangladesh

HDI Rank	Female to male ratio of HDI 2013	GDI rank	HDI value female 2013	HDI value male 2013	Life expectancy at birth female	Life expectancy at birth male	Mean years f schooling female 2002-2012	Mean years of schooling male 2002-2012	Expected years of schooling female 2002-2012
142	.908	107	.528	.582	71.5	69.9	4.6	5.6	10.3

Bangladesh is ranked 107 out of 149 countries in the gender inequality index (UNDP Human Development Report 2014). In Bangladesh, women's participation in the labur force (36%) is low compared to men (82.5) (BBS 2010). Despite disparity in many areas, where attempts to achieve gender parity and improvement of women's status show significant progress.

- Achievements of Bangladesh have also been remarkable, it has been at the forefront of the drive towards gender equality.
- Primary school enrollment has been raised to 100%
- Maternal mortality has been reduced to manageable numbers, from 380 per 100,000 live births in 1995 to 210 in 2013, maternal mortality has been reduced by 40% in nine years.
- Representation in political decision-making process has made significant gains, from 12% in 1997 to 22% in 2013. "One of the major milestones in Bangladesh's history in women's empowerment was the enactment of the Local Government (Union Parishad) Second Amendment Act in 1997 that provided for direct elections to reserved seats for women at local level elections"(Walker 2012).
- The labur force participation in non-agricultural sector stands at 25%, largely in the garment industry (Walker 2012).
- There exists gender parity in collective decision-making (parliament 20% and civil service 21%). Bangladesh has made significant achievements in raising women's voices in the decision-making process at the national and sub-national levels.
- Bangladesh envisions to achieve middle income status by 2021. Sustainable development can only be achieved through long-term investments in economic, human and environmental capital with gender equality and equity.

Women's Economic Empowerment and Microcredit in Bangladesh

In Bangladesh, the literature on the empowerment potential of microfinance has revealed very contradictory findings and considerable controversy. Major microcredit/microfinance providers include Grameen Bank, BRAC, PKSF and ASA. Some consider that the impact of micro credit on poverty alleviation is limited, despite its wide recognition. Some argue that although micro credit in Bangladesh channeled through Grameen Bank, BRAC, PROSHIKA, ASA, PKSF and other Governmental and Nongovernmental agencies has succeeded in reaching a quarter of all poor rural households, poverty still persists in these areas. One major reason for this may be the limits to micro credit in effectively targeting all of the poor, specifically the hardcore poor, the distressed (Khandker, 1998; Hashemi, 1998; Kabeer, 1998; Johnson & Rogaly, 1997). Khondoker finds that (1998) microcredit programmes were found to be particularly important for Bangladeshi women, many of whom are restricted by social custom from seeking wage employment. For all three of the microcredit programmes studied (Grameen Bank, the BRAC, and RD12) on the impact on household consumption which was twice as great when the borrowers were women. Some studies regard that group based lending and peer monitoring reduce transactions costs and allows for successful implementation of targeted credit programmes (Stiglitz 1990; Besley et al 1991; Matin 1995). Schuler, Hashemi & Badal (1998) suggest that microcredit programmes have a varied effect on men's violence against women. They can reduce women's vulnerability to men's violence by strengthening their economic roles and making their lives more public. The study also finds that when women challenge gender norms, sometimes they are more likely to provoke violence in their husbands. Rahman's (1999) study is on the power dynamics of the everyday life of informants as they affect women borrowers' relationships with the household and the loan centres, and bank workers' relationships within the loan centre and the bank.

Some organisations only provide microcredit for women's economic empowerment while some recognise the need of credit with social services for sustainability of the positive impacts. From 1990, PKSF started operating with goal of creating self-employment opportunities in the rural off-farm sector and adopted the strategy of promoting a credit programme for attaining this goal which has been diversified over time in accordance with the changing needs of heterogeneous poverty-stricken segments of society and has gradually evolved into an "inclusive financing programme.

PKSF has integrated capacity building, technology transfer, value chain development and other technical services in its development programmes. In order to increase productive assets and human capacities, each family is being provided with education, health, technical and financial services in a coordinated manner under its flagship programme known as *Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor Households (ENRICH).*

While there is debate whether microcredit is a panacea for poverty alleviation or microcredit alone cannot reduce poverty and empower women, there is an opinion that more socially-oriented microfinance organisations generally lead to more positive findings (Kabeer).

Women's Entrepreneurship in Bangladesh

It is an inspiring fact that a new women entrepreneurs' class is increasingly emerging in Bangladesh in the face of the challenge of working in a male-dominated, competitive and complex economic and business environment (Brush and Hisrich, 1999). Development and enrichment of women entrepreneurship are the means of promoting national competitiveness and sustainability.

Key existing policies supporting women's economic development and entrepreneurship are

a) National skills development policy;
b) SME policy;
c) social protection strategy;
d) NWDP.

Bangladesh Bank has created a Small Enterprise Fund of which 10% has been reserved for women. Bangladesh Bank's Green Banking can also play a strong role in encouraging women to invest in environment-friendly sustainable products (Ahmed, BWCCI 2008). Government of Bangladesh has identified 32 thrust sectors and has formulated policies for development (Raihan and Haque, 2009). The Government has also formed a National Women Small and Medium Enterprise (SME) forum under the SME Foundation of the Ministry of Industry to promote women's participation in formal economic sectors. The industrial and SME policies of 2005 have emphasized women entrepreneurship development, particularly in the SME sector (BWCCI, 2008). The Ministry of Industries is providing regular entrepreneurship training to women through the BSCIC Training Institute. Jatiya Mohila Shangstha has initiated a project in 64 districts toward developing women's entrepreneurship. Ministry of Commerce has

undertaken new policies of "One District One Product" to utilise the local human capital particularly and enhance women's entrepreneurship at the local level. Bangladesh Chamber of Commerce has undertaken a programme to train women entrepreneur in different trades in several districts of Bangladesh. Bangladesh Women Chamber conduct resource centres for marketing products of grassroots women entrepreneurs.

Majority of the problems faced by the women entrepreneurs relate to resources, marketing, raw materials, utility services, infrastructure, official formalities and so forth (Chowdhury, 2008). Nawazesh (2007) has revealed that female entrepreneurs are isolated and disadvantaged; they believe in fate and luck and for the lack of education opportunities, remain out of employment circles with no savings and stay out of supporting niches of the NGOs. Rahman (2008) perceives that the technological advancement in terms of ICT is the solution of the female entrepreneurs. Karim (2001) points out that due to illiteracy, women entrepreneurs have fewer possibilities to access information to identify and assess different entrepreneurial opportunities. Also, due to illiteracy, they have higher probability of being financially exploited and risk a higher probability of having to operate in the informal sector. Afsar (2008) collected information from various disbursement reports of the Bangladesh Bank, observed that up to December 2007, the contribution of six financial institutions women entrepreneurs were simply insignificant (only .06 percent) compared to the amount of the total SME funds. Nawaz (2009) depicts an analytical framework based on institutional theory, which focuses on three factors: regulative, normative, and cognitive. Regulative factors refer to different rules and regulations of the Government that facilitate women entrepreneurship development in rural Bangladesh. Normative and cognitive factors include norms, rules, regulation, and values of society. Women's participation in entrepreneurship is increasing. In 1977 only 1% women were entrepreneurs and in 2007 it rose to 15% (BWCCI 2008). Ahmed (2008) analysed the governmental policies to reflect the overall scenario of the women entrepreneurs in Bangladesh. Mazumder and Choudhury (2001) suggest that there is a need for an Entrepreneurship Development Institute. However there are virtually no women entrepreneurs' activities operating in Export Processing Zones (EPZ) which are dominated by the garments industry. The National Action Plan for the implementation of the Beijing Platform for Action identified and agreed to increase the number of women on the boards of autonomous and semi-autonomous corporations.

Women in Politics

The nature of electoral systems and political party competition tend to play crucial roles in determining how many women enter electoral politics. For example, proportional representation (PR) electoral systems are generally more gender- equitable than simple majority or first past the post (FPTP) systems (such as the Bangladesh parliamentary system). So while women claimed only 18 per cent (Hossain and Akhter 2011) of national legislatures in simple majority systems, the figure was 27.5 percent in countries with PR systems in 2004 (UNDP 2010). However, it has been mainly through legally recognised quotas that rapid progress has been made towards bringing women into electoral politics (Dahlerup and Freidenvall 2003; Tadros 2010; Waylen 2008; UNIFEM 2008). This appears to be true both for national and sub-national politics. That Bangladesh is in the top three Asian countries in terms of women's representation in rural and urban councils reflects the presence of quotas in the Union Parishad and municipal council systems (UNDP 2010).

The 1972 Constitution of Bangladesh provided for 15 reserved seats for women and this provision was in force for 10 years. In 1979, the number of reserved seats increased from 15 to 30, in 2004, provisions were made for 45 women members in reserved seats, in 2011, the number of seats reserved for women was increased to 50 from 45. However, there is a debates that whether women MP's can play effective roles through the reserved seats.

The total woman's participation in the parliament is promising compared to South Asia, it is 16.7% in Asia, while it is 18.6% in Bangladesh. However, some consider that the political participation of women in Parliament remains visibly weak, and the effectiveness of their participation is even weaker (Rahman and Siddika 2010). The very small presence of women in the political party structures and in Parliament is indicative of the very low level of their involvement in the country's political arena as well as in the legislative process. Though political parties in Bangladesh made commitments to the cause of women's advancement in their respective election manifestos, in reality they nominated very few female candidates in the past elections. Women MPs sit on every standing committee but their effectiveness is not at all visible to the public. Norris and Lovenduski (1995) identified two interacting causal factors, supply and demand, which result in women's under-representation. The most common explanation for the supply-side factor is that women do not come forward and/or they are not interested in politics. The demand side factor is related mainly to the selectors, or high command of political parties. Such parties discriminate against women's nomination.

A study by Khan Foundation (2013) revealed that the reserve seats for women in the parliament is not empowering women; on the contrary, women are becoming dependent through this system. Up to ninth parliament two hundred and fourteen women were made parliamentarian but only nineteen of them contested in direct election later and only five of them were elected. But fifty three women parliamentarians were elected up to ninth parliament. That means the reserve seat policy for women is not necessarily making capable women parliamentarians. Khan Foundation recommended that if at least thirty percent seat are allotted to women candidates in general. This may change the scenario. Some other experts think this reserved seat policy should be continued but women parliamentarians should have definitive constituency like the local election and they should be elected through direct election. There are also some who are against any type of reserved seats. They think women should be prepared through proper education not by quota (Ahmed 2013). Women's political participation and leadership in different tiers of local government is on increase and visible. One of the major milestones in Bangladesh's history in women's empowerment was the enactment of the Local Government (Union Parishad) Second Amendment Act in 1997 that provided for direct elections to reserved seats for women at local level elections (Walker 2012). While even poor women citizens feel empowered to make claims and voice demands of their representatives, and this is in itself an important matter, the main mode of citizen-representative interaction among women seeking patronage (Hossain and Akhter, UNDP, 2011).

Violence Against Women

Despite significant gains in gender parity with regard to health and education, Bangladesh is still ranked in the lower quintile of the UN Gender Inequality Index (146th out of 186th).[3] Key reasons for this position are: limited access to justice, low levels of participation in public and political life and violence against women (UNDP 2013 and Report of the special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, 2014). Key challenges of women's empowerment include high rates of early marriage, the pressure of dowry, and gender-based violence. (Sixth Five Year Plan, Part 1. P. 112.2010 MDG assessment.)

3. The Gender Inequality Index (GII) reflects gender based inequalities in three dimensions, namely reproductive health, empowerment, and economic activity. Reproductive health is measured by maternal mortality and adolescent fertility rates; empowerment is measured by the share of parliamentary seats held by each gender and attainment at secondary and higher education by each gender; and economic activity is measured by the labour market participation rate for each gender. The GII replaced the previous Gender related Development Index and Gender Empowerment Index. The GII shows the loss in human development due to inequality between female and male achievements in the three GII dimensions.

There are several laws that are set in place for prevention of violence against women and protecting women from harassment. Anti-Dowry Prohibition Act of 1980, Cruelty against Women Law of 1983 and the Women and Children Repression Act of 2000 are the major ones to prevent violence against women. Domestic violence prevention and protection Law 2010 is formulated in line with CEDAW. Citizenship law (amended) 2009 has provisioned children's citizenship through mother. Mobile Court 2009 Law added rule 509 of punishment for preventing eve-teasing and sexual harassment.

- Incidences of violence of all forms - physical, sexual, and psychological harm - are on the increase in Bangladesh. Over 60% of Bangladeshi women have experience gender - based violence. Whilst women across of all ages and social status are at risk of GBV[4], prevalence is slightly higher amongst young, poor rural women. Indicative figures suggest that 89% of urban women and 86% of rural women report experiencing physical violence more than once. 37% of urban women and 50% of rural women reported experiencing repeated sexual abuse, (BDHS 2011). Even Women's political empowerment is particularly affected by violence against women.

- A national survey conducted by the National Human Rights Commission in Bangladesh reported violence against women (VAW) as one of the ten most commonly identified problems (from 32 listed issues). The most common included: problems of dowry (46%); violence by husbands (35.6%) and sexual harassment (20.3%). Of those surveyed, 17.6% victims of VAW reported accessing formal justice; 30% did not take such steps because VAW is viewed strictly as a family matter. Women lack a voice at their own homes only; 1 in 3 married women independently decide on daily household purchases, and only 9 - 19% make independent decisions on other household matters (Bangladesh Demographic and Health Survey 2007).

- High prevalence of partner violence (DHS violence module) relate to engagement in arguments, mobility outside home without prior permission, untimely cooking of food, taking care of children etc (Soltaroff and Pande, Violence against Women and Girls, Lessons from South Asia, 2014.

- Sexual harassment and offensive language in workplace exist (Siddique, 2003, Naved 2003, Chaudhuri 2007)

4. There is at present no substantive national data base detailing the extent of GBV - dowry-based violence, rape and sexual abuse, children marriage, acid attacks, sexual harassment (public, private and workplace). There is a consensus that GBV is under-reported in the justice system, suggesting that actual figures could be higher. (BDS, 2011 and the 2014 report of the special rapporteur on violence against women, its causes and consequences. Addendum Mission to Bangladesh (20-29 May 2013)

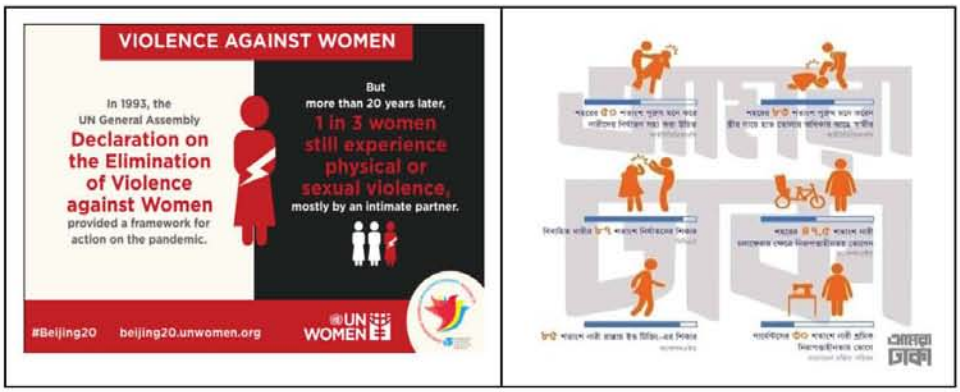

Domestic violence is one major form of violence women experience all over the world including Asia. Studies suggest that violence against women perpetrated by their husbands is a serious problem in Bangladesh. Schuler et al estimated the current prevalence of abuse of poor rural women. (Schuler SR, Hashemi SM, Riley AP, Akhter S., 2006) Koenig and colleagues studied factors associated with the abuse of women by husband or in-laws from all socioeconomic strata. (Koenig MA, Ahmed S, Hossain MB, Khorshed Alam Mozumder AB, 2003).

ICDDR,B conducted qualitative research and a population based survey on 3,130 women of reproductive age (15-49 years) in urban and rural areas of Bangladesh to study the prevalence and consequences of domestic violence against women and their coping strategies. Sixty percent of women reported of being physically or sexually abused during their life. Their husbands were the most common perpetrator. Two-thirds of the abused women have never talked about their experience of violence and almost none tried to access formal services for support. Among women who contemplated suicide, abused women were twice as likely to attempt suicide, compared to the never-abused group. Reasons for staying silent included not considering violence as serious enough to report, stigma or fear of not being believed or being blamed, disgracing her family with disclosure and a belief that seeking help would not bring them any respite. Among women who sought help, the most common reason was that they could not endure the violence any more (79% urban, 84% rural).

Gardener (1995) opined that the shame and guilt felt by battered women mean that it is rare for cases of battering to be reported to the police. Kabeer (1989) suggests that many men vent their own frustration at their puberty and inability to fulfill their role as the male provider, according to gender based norms, by battering women.

Dowry and dowry-related sufferings and death are particularly prevalent in South Asia, but married women also face domestic violence, and other forms of violence. Despite the Dowry Prohibition Act (1980), The Cruelty to Women (Deterrent Punishment) Ordinance (1983) dowry is still widely practiced in Bangladesh. White's (1992), study notes that the escalation of dowry demands has created another manifestation of violence against women. At the informal social level in the rural areas, severe brutality may be referred to *shalish/bichar* (a community arbitration), which are often biased by patriarchal attitude, so these should be gender sensitive and women friendly.

Bangladesh has the highest incidence of early marriage in the region (74%) (Bhattacharyya, UPPR Project, UNDP Bangladesh, 2015). Earlier studies found 64 percent of girls marry before they are 18 (UNICEF, 2009; Bangladesh Demographic Profile, 2013), 64 percent of all women aged between 20-24 in Bangladesh were the victims of child marriage (ICDDR,B 2013). It is found that the practice of early marriage was more common in rural areas compared to urban areas, with the poor and marginalised sections of society being the worst affected (ICDDR,B 2013).

From the human rights perspectives, women in Bangladesh show mixed results. Women's empowerment in the economic arenas is heading towards a right direction, Women are progressing in matters of political empowerment, gender parity at primary level of education and in other levels, women's progress is noticeable too. Nonetheless, socio-cultural and political factors need more attention. GBV, VAW rates at both home and beyond are still alarming and there remains huge impediment to achieve expected gender parity and ensuring women's human rights.

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন ২০১৫

০৪ মে, ২০১৫

সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রমিক	নাম	পদবী	সংস্থার নাম
১.	মিজ নিলুফা বেগম	উপ-পরিচালক	শক্তি ফাউন্ডেশন
২.	জনাব ইকবাল আহম্মেদ	নির্বাহী পরিচালক	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
৩.	মিজ নাজনীন চৌধুরী	নির্বাহী পরিচালক	প্রোগ্রামস ফর পিপলস ডেভেলপমেন্ট (পিপিডি)
৪.	মিজ হামিদা বেগম	নির্বাহী পরিচালক	সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস)
৫.	জনাব সামসুল আলম	যুগ্ম পরিচালক	দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র
৬.	ড. নুসরাত জাহান	সহকারী পরিচালক (স্বাস্থ্য)	বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ)
৭.	মিজ রাজিয়া সুলতানা	নির্বাহী পরিচালক	জয়পুরহাট রুরাল ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট (জেআরডিএম)
৮.	মিজ সাবরীনা শারমিন	কমিউনিকেশন্স কো-অর্ডিনেটর	আরডিআরএস বাংলাদেশ
৯.	জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া	নির্বাহী পরিচালক	সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এ্যান্ড প্র্যাকটিসেস
১০.	জনাব মনজুর মোর্শেদ মুন্সী	প্রোগ্রাম অফিসার	পিদিম ফাউন্ডেশন
১১.	জনাব খোন্দকার এহসানুল আমিন	প্রোগ্রাম ম্যানেজার	এ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি)
১২.	জনাব জহিরুল আলম	নির্বাহী পরিচালক	ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)
১৩.	জনাব আনোয়ার হোসেন	নির্বাহী পরিচালক	হীড বাংলাদেশ
১৪.	জনাব মোঃ রফিকুল আলম	নির্বাহী পরিচালক	দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা
১৫.	মিজ উম্মে রোমান আক্তার	নির্বাহী পরিচালক	অন্তর সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট
১৬.	জনাব মোর্শেদ আলম সরকার	নির্বাহী পরিচালক	পিপল্‌স ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)
১৭.	জনাব আবদুস সামাদ মিয়া	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	পল্লী শিশু ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ
১৮.	মিজ ইয়াসমিন আক্তার	কো-অর্ডিনেটর	সাজেদা ফাউন্ডেশন
১৯.	মিজ নাসিমা বেগম	নির্বাহী পরিচালক	শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন

২০.	মিজ মাজেদা শওকত	নির্বাহী পরিচালক	নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি
২১.	জনাব মোঃ আলী আজম	চীফ মাইক্রোফিন্যান্স অফিসার	সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
২২.	মিজ মমতা চাকলাদার	নির্বাহী পরিচালক	পাবনা প্রতিশ্রুতি
২৩.	জনাব এ.কে. আজাদ	প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর	পল্লী শ্রী
২৪.	জনাব সামসুল হক	নির্বাহী পরিচালক	সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস (এসডিআই)
২৫.	মিজ আলোকা নন্দিতা	কো-অর্ডিনেটর	সমাজ ও জাতি গঠন (সজাগ)
২৬.	মিজ মাহফিয়া পারভীন	কনসালটেন্ট	টিএমএসএস
২৭.	জনাব মোঃ মাসুমা আকতার	প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট (বাসা)
২৮.	জনাব মোঃ আবদুল বারী	নির্বাহী পরিচালক	বাংলাদেশ ইনভায়রনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন
২৯.	মিজ মোহসীন আরা	নির্বাহী পরিচালক	অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই)
৩০.	মিজ মিলি বেগম	এজিএম (ট্রেনিং)	রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)
৩১.	মিজ রহিমা খাতুন	সিনিয়র ট্রেনিং অফিসার	রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)
৩২.	মিজ কুহিনুর বেগম	প্রোগ্রাম ম্যানেজার	স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি
৩৩.	জনাব এ.এইচ.এম নোমান	সেক্রেটারী জেনারেল	ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অফ দ্যা রুরাল পুওর (ডরপ)
৩৪.	মিজ আফরোজা হেলেন	পরিচালক	টিএমএসএস
৩৫.	মিজ রাজিয়া হোসেন	নির্বাহী পরিচালক	মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র (এমবিএসকে)

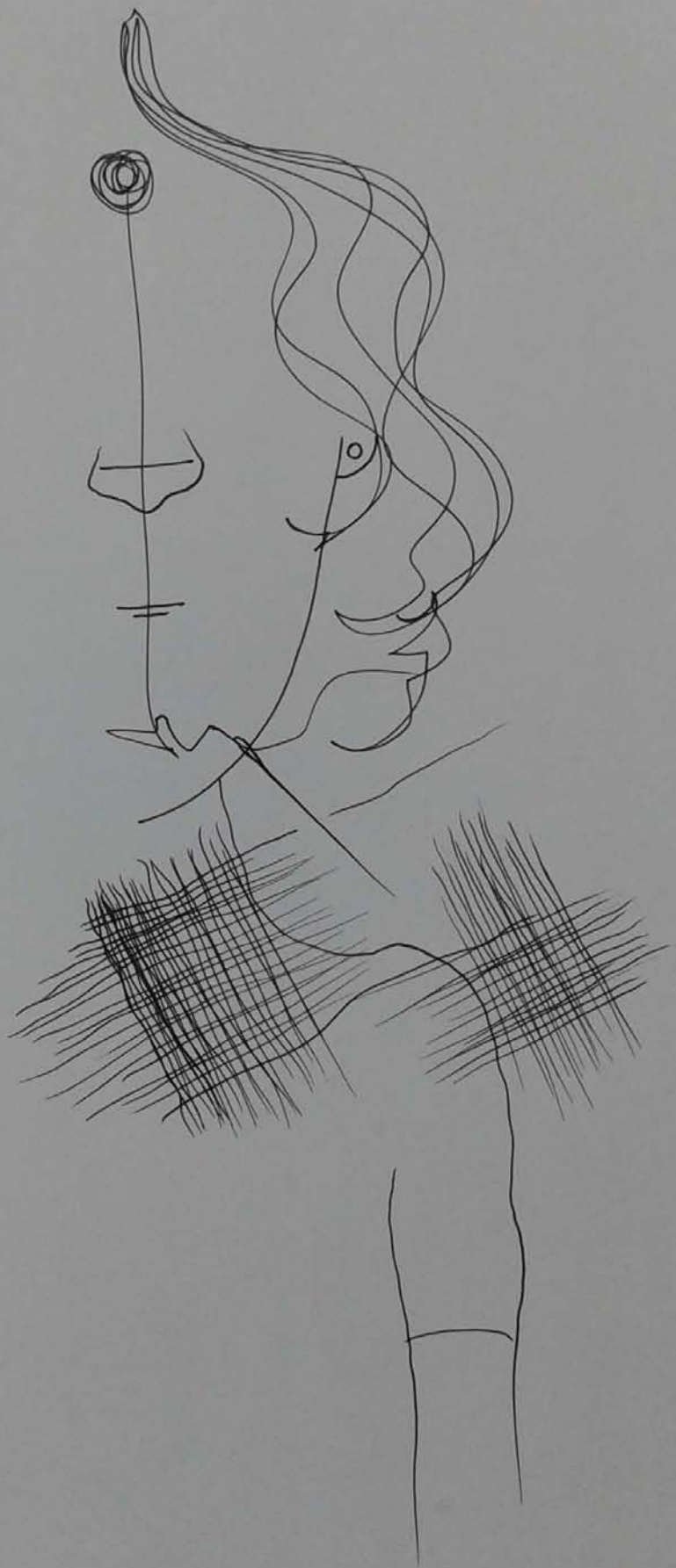

Themes of International Women's Day

2000 Women Uniting for Peace
2001 Women and Peace: Women Managing Conflicts
2002 Afghan Women Today: Realities and Opportunities
2003 Gender Equality and the Millennium Development Goals
2004 Women and HIV/AIDS
2005 Gender Equality Beyond 2005; Building a More Secure Future
2006 Women in Decision-making
2007 Ending Impunity for Violence against Women and Girls
2008 Investing in Women and Girls
2009 Women and Men United to End Violence against Women and Girls
2010 Equal Rights, Equal Opportunities: Progress for All
2011 Equal Access to Education, Training, and Science and Technology: Pathway to Decent Work for Women
2012 Empower Rural Women, End Poverty and Hunger
2013 A Promise is a Promise: Time for Action to End Violence against Women
2014 Equality for Women is Progress for All
2015 Empowering Women, Empowering Humanity: Picture it!
2016 Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন
প্লট-ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
টেলিফোন: ৯১৪০০৫৬-৫৯, ৯১২৬২৪০-৪২; ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org ওয়েবসাইট: www.pksf-bd.org